সঙ্গীত সুধাসিন্ধু।

অর্থাৎ

বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥
[ভাগবত।]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত।

৪ ভাদ্র। ১৭৯৯।

ভূমিকা

বঙ্গীয় সমাজে নীতি ও দেশহিতকর বিষয়ক বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব বিমোচনের জন্য এই "সঙ্গীত সুধাসিন্ধু" প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে যেমন অন্যান্য সকল বিষয়ে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে, সঙ্গীত সম্বন্ধে সেইরূপ বিশুদ্ধ রীতি অবলম্বিত হয় গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায়। মনুর্ষ্য মাত্রেই সঙ্গীতপ্রিয়, হৃদয়ের বিভিন্ন প্রকার ভাব সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশ করা ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্মসঙ্গীত ব্যতীত উৎকৃষ্ট সঙ্গীত প্রায় এ দেশে প্রচলিত নাই। এই কারণে যুবকেরা দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজক এবং কুরুচি প্রতিপোষক অপবিত্র এবং সময়ে সময়ে কুৎসিত সঙ্গীত সকল গান করিয়া আপনাদিগকে অভদ্ররূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, এই জন্য গুরুজন এবং আত্মীয় পরি-

বারের সম্মুখে সঙ্গীত করা মহা লজ্জার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ভদ্র স্ত্রীদিগেরত সঙ্গীতের অধিকার নাই, কারণ মন্দ স্ত্রীলোকেরা মন্দ গান করে; কিন্তু পুরুষেরাও যে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনীর নিকট সঙ্গীত করিয়া পবিত্র নির্দ্দোস আমোদ সম্ভোগ করিবেন সে পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অপব্যবহার দোষে ভাল সামগ্রী এইরূপে লোকের নিকট ঘৃণিত হয়। প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, কিন্তু প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত যাহা এ দেশে ভদ্রসমাজে সচরাচর গীত হইয়া থাকে তাহা পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া শুনিতে পারা যায় না। ভরসা করি অচিরে সুরুচিসম্পন্ন নীতি পরায়ণ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এই অভাব পূর্ণ হইবে। আপাততঃ এই কয়েকটী সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, যদি ইহা দ্বারা নীতি বিষয়ে কিছু উপকার হয় গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। ভারি অঙ্গের

রাগ রাগিণী ইহাতে অধিক নাই, সাধারণে গাইতে পারিবেন এই জন্য সহজ এবং প্রচলিত স্থরে হৃদয়ের কয়েকটী ভাব অভিব্যক্ত হইল। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের চিত্ত বিনোদনার্থ কতক-গুলি ধর্ম্মসঙ্গীতও দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন পুরাতন সঙ্গীতের অংশ এবং ভাব বিশেষ গ্রহণ করিয়া তাহাতে কিছু কিছু নূতন ভাব ও কথা সংযোগ করা গিয়াছে। রচনা ও সংগ্রহ এবং পুরাতন সংশোধন প্রভৃতি উপায় দ্বারা সঙ্গীতসুধাসিন্ধুর কলেবর পূর্ণ করা গেল। স্বদেশহিতৈষী উদারহৃদয় সঙ্গীতরসজ্ঞ মহোদয়-গণের আশীর্ব্বাদ ও প্রসন্নতা পাইলে ভবিষ্যতে এইরূপ সঙ্গীত রচনা বিষয়ে গ্রন্থকার উৎ-সাহিত হইবেন। কোন্ কোন্ ভাবের কত সঙ্গীত আছে তাহার স্বতন্ত্র সূচীপত্র দেওয়া হইল।

সূচী পত্র ।

বিশেষ সূচী পত্র।

সঙ্গীত		পৃষ্ঠা
ওহে বিহঙ্গগণ	...	৭৮
ওরে রাম	...	৮০
ওরে ভ্রান্ত মম মন	...	৮৮
ওহে দীনকাণ্ডারী	...	১০৬
কর ধন্যবাদ তাঁরে	...	৮
কর সার ব্রহ্মপদ	...	৬৮
কর আশীর্ব্বাদ	...	৭২
কি দেখিলাম রে	...	৪২
কি সুখে সংসারে	...	৩২
কি আশায় মন	...	৩৩
কি বেশ ধরেছ	...	৭৬
কি বলে তাঁর	...	১০৭
কিবা শোভা মনোলোভা	...	১১
কে আর তেমন করে	...	২২
কে আছে এমন	...	২৬
কেনরে ভাই	...	৩৭
কেন হে এমন করে	...	৭৩
কেমন করে	...	১১১
কে আমার	...	৮৩
কেনরে মন	...	৮৭

সঙ্গীত		পৃষ্ঠা

সঙ্গীত		পৃষ্ঠা

সঙ্গীত সুধাসিন্ধু



রাগিণী বসন্তবাহার।—তাল তেতালা।

দেশের দুর্গতি চেয়ে দেখ হে একবার। রোগ শোক দুঃখ তাপে করে সবে হাহাকার।

লক্ষ লক্ষ নর নারী, হয়ে পথের ভিখারী, অনাহারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ; নিরাশ্রয় অসহায় বিষাদিত মন, ভাবনায় তাহাদের হই-য়াছে অস্থি সার।

জীর্ণ শীর্ণ অবয়বা, চির দুঃখিনী বিধবা, অবিরল অশ্রুজল করে বিসর্জ্জন; বঞ্চিত সকল সুখে বন্দির মতন, কেহ নাই এ বিপদে করিতে তাদের উদ্ধার।

ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে, দুর্নীতি দূষিতাচারে, পশু প্রায় রহিয়াছে জনসাধারণ; দাসত্বে কাটায় তারা অমূল্য জীবন, পরাধীন চিরদিন বহে সক-লের ভার।

সুবিদ্বান্ গুনবান্, কত ভারতসন্তান, অকালে হারায় প্রাণ করি সুরাপান; অতি শোকাবহ তাহাদের পরিণাম, ভাসিছে অনন্ত দুঃখে তাহাদের পরিবার।

ওহে ভদ্র সহৃদয়, করহে কিছু উপায়, সার্থক হউক জন্ম পরের সেবায়; থেকো না নিদ্রিত আর সুখের শয্যায়, ঈশ্বরের নামে কিছু কর জীবের উপকার। ১।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়াঠেকা।

ওহে চির পরাধীন দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান। গৃহ বিবাদ অনলে পুড়িবে আর কত দিন।

দেশের হিতসাধনে, জাতীয় সুখ বর্দ্ধনে, এক প্রাণ হয়ে সবে কর কর্ত্তব্য পালন।

অনৈক্য ভ্রাতৃবিচ্ছেদে, হিংসা দ্বেষ বিসম্বাদে, সমাজবন্ধন হল শিথিল প্রীতিবিহীন; বল বীর্য্য

হারাইয়ে, আছি মোরা দুঃখী হয়ে, কাপুরুষ বলে
লোকে করে কত অপমান।
চাহিয়ে ঈশ্বর পানে, চেষ্টা কর প্রাণপণে,
সত্যের বলেতে হবে সব দুঃখ অবসান। ২।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

বিলাপ ক্রন্দন ছাড়ি কর হে কিছু এবার।
অসার বাক্য বিন্যাসে নাহি কিছু উপকার।
যথাসাধ্য প্রাণপণে, জ্ঞান অর্থ পরিশ্রমে,
দেশের হিতসাধন কর যত দূর পার।
আলস্য স্বার্থপরতা, বৃথামোদ শিথিলতা,
কপট উৎসাহ কথা অবিলম্বে পরিহর;
অপরের মুখ চেয়ে, থেক না নিশ্চিন্ত হয়ে,
দেখাও দৃষ্টান্ত আগে জীবনেতে আপনার। ৩।

রাগিণী পরজ।—তাল একতালা।

উঠহে! আনন্দ রবে, বঙ্গবাসীগণ সবে, সত্যের জয় অবশ্য হবে, কর কর্ত্তব্য সাধন।

চল যাই চল নির্ভয় অন্তরে, বীর বেশে সম্মুখ সমরে, যায় যদি প্রাণ পর উপকারে, সার্থক হইবে জীবন।

জাতিভেদ কুল অভিমানে, অমঙ্গলকর সমাজ শাসনে, বিষময় ফল করিছে প্রসব কর তার প্রতিবিধান; ভীরু কাপুরুষ হয়ে কত দিন, থাকিবে বল হে পাপের অধীন, কর সংস্কার, দেশ পরিবার, ধর অকপট আচরণ। ৪।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

স্বাধীন হইবে যদি তবে সত্য পথে চল। স্বার্থ সুখ পরিহরি চরিত্র কর নির্ম্মল।

কি হইবে বাহুবলে, সংগ্রামে বুদ্ধি কৌশলে, পরপ্রেমী না হইলে সকলই জেন বিফল।

চির দাসত্ব বন্ধন, অন্যায় রাজশাসন, কে করিবে খণ্ডন, হইয়ে ভীরু দুর্ব্বল; পরদুঃখে না কাঁদিলে, আত্মসুখ না ত্যজিলে, অসার উৎসাহে বৃথা বাক্যে নাহি কোন ফল।

হও আগে জিতেন্দ্রিয়, আপনারে কর জয়, তা হলে পাবে নিশ্চয়, প্রকৃত স্বাধীন বল। ৫।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।—তাল ঠুংরি।

হয়ে এক প্রাণ মন।

কর সবে বন্ধু ভাবে মঙ্গল সাধন।

স্বদেশের হিত তরে, উদার সরল অন্তরে, অপ্রেম বিরাগ দূরে করহ বর্জ্জন।

কলহ ভ্রাতৃবিচ্ছেদে, দ্বেষ হিংসা পরিবাদে, কতদিন ভারতবক্ষ হইবে দহন।

ত্যজে গর্ব্ব অভিমান, রাখ জাতীয় সম্মান, প্রমুক্ত হৃদয়ে কর প্রেম সম্মিলন। ৬।

রাগিণী সুরট বাহার।—তাল কাওয়ালী।

তোমরা কেন বৃথা কর লোক ভয়।

একবার বলহে জয় সত্যের জয়; আশায় সাহসে বাঁধ যতনে হৃদয়, যা হবার তাই হবে, ত্বরা করি চল সবে, বিনাশ বিনাশ পাপাচার সমুদায়।

কোন্ প্রাণে আছ ঘুমে অচেতন, নিজসুখে হয়ে মগন; কাঁদিছে বিধবা কত, দিবা নিশি অবিরত, শুনহে শুন যুবক সহৃদয়। ৭।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল কাওয়ালী।

হায়! সোণার ভারত আজ প্রভাহীন।

দুঃখেতে মলিন, পরের অধীন, হয়ে বল বীর্য্য-হৃত চিরদাসত্বে কাটায় দিন।

কোথা সে হিন্দুরাজত্ব, বিপুল আর্য্য মহত্ত্ব, স্বপন সমান হয়েছে বিলীন; উপন্যাস প্রায়, এবে সমুদায়, আসিবে না ফিরে আর ফিরে সে সুখের দিন।

কুনীতি দূষিতাচারে, বাঁধিয়া দৃঢ় নিগড়ে, রেখেছে সকলে জনমের মতন; কি ছিল তখন, কি দেখি এখন, ভীরু অলস নিস্তেজ সবে যেন বিষাদে মলিন। ৮।

রাগিণী কাফি।—তালঠুংরি।

হে প্রিয় মিত্র, বিধির আদেশ, কায় মন বচনে পাল রে।

হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রবঞ্চনা যতনে পরিহার কর রে; সরল হৃদয়ে, প্রাণ মন দিয়ে, সমভাবে সবে ভালবাস রে।

আত্মসুখে দিবানিশি মত্ত হয়ে চিরকাল ভুলে থেক নারে; অনাথ দীন জনে, অন্ন পান দানে, কর উপকার সাধ্য অনুসারে।

ধৈর্য্য ক্ষমা শান্তি বিদ্যা বিনয় প্রেমে সবে বশীভূত কর রে; হয়ে জিতেন্দ্রিয়, ন্যায় সত্যপ্রিয়, পরসেবায় সুখী হও রে।

ধন যৌবন জাতি কুল অভিমান, ত্যজি সাধু-ভাব ধররে ; জানিহ নিশ্চয়, সকলি হবে লয়, কেহ নাহি সঙ্গে যাবে রে।

সুখ প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কভু বিপথে গমন করো না রে ; ধর্ম্মপরায়ণ, হয়ে চির দিন, পুণ্য উপার্জ্জন কর রে। ৯।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়াঠেকা।

কর ধন্যবাদ তাঁরে প্রীতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। যাঁর গুণে হলাম সুখী জ্ঞানালোক নিরখিয়ে।

যিনি সর্ব্ব মূলাধার, পরম মঙ্গলাকর, গাও মহিমা তাঁহার সবে কৃতাঞ্জলি হয়ে।

সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁর গুণ, রহিয়াছে বর্ণন, করি জ্ঞান উপার্জ্জন থেক না তাঁরে ভুলিয়ে ; বিদ্যা বিনয় ভূষণে, দয়া ভক্তি পূণ্য প্রেমে, ভূষিত হয়ে সকলে থাক তাঁহারই আশ্রয়ে। ১০।

রাগিণী পরজ।—তাল একতালা।

ত্যজ জ্ঞান অভিমান। ওহে যুবক ধীমান, বিনীত গম্ভীর ভাবে কর সবে প্রীতি দান।

অপার জ্ঞানসিন্ধু নাহি যার সীমা, এক বিন্দু পেয়ে কেন হে গরিমা, অজ্ঞান অবোধে করনাক ঘৃণা, হও সুশীল দয়াবান্।

ফলভরে নম্র তরুশাখাগণ, মাটিতে মিশায়ে থাকয়ে যেমন, বিদ্যারস ভরে অবনতশিরে তেমনি থাকহে বিদ্বান্; সাধু ব্যবহার সুমিষ্ট বচনে, কর বশীভূত অনভিজ্ঞ জনে, পেয়েছ যে ধন, অমূল্য রতন, বিতরিয়ে রাখ জ্ঞানের সম্মান। ১১।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

পর দোষানুসন্ধানে কেন হে কর ভ্রমণ।
বিবেক দর্পণে হের বারেক নিজ জীবন।

অসার নীচ বাসনা, অমঙ্গল কুকল্পনা, যতনে আদরে হৃদে করো না কভু পোষণ।

আত্মদোষ সংশোধনে, চেষ্টা কর প্রাণপণে. তা হলে পরম সুখে থাকিবে হে চির দিন।

সমভাবে সকলেরে, দেখ সরল অন্তরে, প্রমুক্ত হৃদয়ে সবে দাও প্রেম আলিঙ্গন। ১২।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

আছি মোরা বড় সুখে ব্রিটিশ শাসনে।

রাজভক্তি হয় উদয় মহারাণীর গুণ স্মরণে।

ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, বন্দী হয়ে দেশাচারে, বহু দিন জ্ঞানালোক না হেরে নয়নে; বিধাতার কৃপাবলে, সুখী হইলাম সকলে, সার্থক হইল জন্ম বিদ্যারস আস্বাদনে।

আমরা অক্ষম দীন, চিরদিন পরাধীন, কেমনে কৃতজ্ঞ হব কিছুই জানিনে; ধন্য সেই পরমেশ্বরে অনন্ত করুণাকরে, শুভ সংঘটন সব হয় যাঁর মঙ্গলবিধানে। ১৩।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরি কুসুম কাননে।

হাসিছে প্রফুল্ল ফুলে যেন তরু লতাগণে।

মন্দ মন্দ সমীরণ, করে সুগন্ধ বহন, আহ্লাদিত হয় মন, যার সুমিষ্ট আঘ্রাণে।

বিচিত্র বিহঙ্গ সব, আনন্দে করিছে রব, সুখে বিহরিছে উন্মত্ত হয়ে মধুপানে।

ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, করেছেন এ সব যিনি, না জানি কত সুন্দর দেখিতে তাঁরে নয়নে। ১৪।

রাগিণী ইমন্।—তাল কাওয়ালী।

সুখ বসন্ত ঋতু আগমনে। Extra word

সাজিল প্রকৃতি সতী, বহুরূপা বসুমতী, অভিনব বসন ভূষণে।

তরু লতা রসভরে, দোলে মলয় সমীরে, বনস্থলী নিনাদিত বিহগ কণ্ঠস্বরে; মুকুলিত বিকসিত, ফলফুলে সুশোভিত, নবীন শাখা পল্লবগণে।

মধুকর মধুলোভে, গুন্ গুন্ গুন্ রবে, কুসুম কাননে ভ্রমে আমোদে মাতিয়ে সবে; চারি দিক্ সুখকর, নয়ন মনোহর, ধন্য বিধি করুণা-নিধানে। । ১৫

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঠুংরী।

ঘন নিবিড় নব নীরদ জালে, ঢাকিল অনন্ত নীল নভোমণ্ডল।

মৃদু মন্দ পবনে, চলে গগণে প্রাঙ্গনে, রবিকিরণে ধরে কত বরণ উজ্জ্বল।

গরজে ভীম রবে, শুনে সচকিত সবে, বরসে অবিরল কত নিরমল জল।

তড়িত হার অঙ্গে, দুলিছে নানা রঙ্গে, গভীর আধারে করে দশদিক্ আলো।

কিবা হরিদ্ বরণ, প্রান্তর উপবন, দেখে হরষিত মন নয়ন যুগল।

তটিনী নির্ঝর, নদী সরোবর, শুভ্র সুন্দর সলিলে পূর্ণ হল।

আনন্দে ভেকগণে, কেলি করে প্রীত মনে, মেঘ নিনাদ শ্রবণে নাচে শিখীকুল। ১৬।

রাগিণী আলেয়া।—তাল ঠুংরি।

গভীর নিনাদে, বিষম প্রমাদে, সোণার ভারত আঁধার হইল।

আহার বিহনে, মরিছে পরাণে; দরিদ্র অনাথ মানব সকল।

বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদান ভীষণ অকাল, নিকটে আইল।

কাতর ক্ষুধায়, কাঁদিছে তনয়, দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল।

ভাবনায় অবশ, দুঃখেতে নিরাশ, করিছে হাহাকার হইয়ে আকুল।

সঞ্চিত সম্বল, সকলি ফুরাল, নিবাতে দারুণ জঠর অনল।

বল হে কিরূপে, সুখেতে ঘুমাবে, দ্বারে যে ভিখারী জীবন ত্যজিল।

এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচাতে, দয়ালু ঈশ্বর ভরসা কেবল। ১৭।

মধুকাণের সুর।—তাল তেতালা।

মনের দুঃখ বল্‌ব কারে। অনাথ বিধবা বলে, কে চাহিবে দয়া করে।

দুঃসহ জীবন ভার, বহিতে পারিনে আর, এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে।

বিষাদে ভগ্ন হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়, কাঁদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে।

কে আছ লহ একবার, দুঃখিনীর সমাচার, বিপদে কর উদ্ধার, বাঁচাও হে বাঁচাও প্রাণে। ১৮।

মধুকাণের সুর মল্লার।—তাল কাওয়ালী।

হায়! বাল্যবিধবা দুঃখিনী; হয়ে চির পরাধিনী, কাঁদে শোকে দিবস যামিনী।

মলিন মুখকমল, ঝরিছে নয়নে জল, রোদন মাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিনী।

নাহি সুখ পান ভোজনে, বিচিত্র বসন ভূষণে, পড়ে সদা ধরাসনে, যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী।

যাতনায় শরীর শীর্ণ, কালিমা হয়েছে বর্ণ, বিষাদে সদা বিষণ্ণ, যেন মাতঙ্গ দলিত নলিনী।

একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রু জলে, কেহ নাই ভূমণ্ডলে, শুনিতে তার দুঃখের কাহিনী।

ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যাবে, অবলার শোক বিলাপে, পূর্ণ হল গগণ মেদিনী। ১৯।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

চির দিন আমার দুঃখেতে গেল। ক্রন্দনে দিন যামিনী অতীত হল।

আশার দিক্ অন্ধকার, ভাবনায় যাতনায় সদা প্রাণ কাতর, জনম দুঃখিনী বলে কেহ ফিরে না চাহিল। (একবার)

ভয়ঙ্কর দেশাচারে, রেখেছে বাঁধিয়ে কঠিন নিগড়ে, হায়! বিধি বিনা দোষে কেন দুর্গতি বল। ২০।

রাগিণী কুকব।—তাল ঠুংরী।

দুঃসহ সন্তাপে তাপিত হৃদয়, মনের বেদনা বলিব কাহায়।

কালকুট সুরা করিয়ে পান, পতি পুত্র মোর হারাল প্রাণ; আমি একাকিনী, হয়ে অনাথিনী, মরি যে এখন শোক জ্বালায়।

এ হেন বাদ সাধিল কে হায়, বিষম গরল আনিয়ে হেথায়; ধনে প্রাণে বিনাশ, করিল সর্ব্বনাশ, কি করি কি হবে না দেখি যে উপায়। ২১।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়, ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।

দেখ গো একবার, ডুবিল সংসার, আমাদের প্রতি হয়ে কৃপাবান্।

জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়, রহিব কি মোরা হয়ে নিরাশ্রয়, চিরদুঃখী দীন হীন নিরুপায়, অনাথ দরিদ্র-বালক সমান।

তোমার অত্যাচারে জননী আমার, কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার, শোকে ভগ্ন দেহ অস্থি চর্ম্ম সার, দেখিলে সে দুঃখ বিদরে পাষাণ। ২২।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল জৎ।

অসার আমোদ লোভে কেন কর সুরাপান।
হবে কুপ্রবৃত্তি বলবতী প্রকৃতি পশু সমান।
শরীর হইবে শীর্ণ, বল বীর্য্য স্ফূর্ত্তিহীন, পরিণামে মনস্তাপে দুঃখেতে ফাটিবে প্রাণ।

বুদ্ধি বিবেচনা স্মৃতি, সদাচার ধর্ম্মনীতি, হারাইয়ে হবে শেষে পদে পদে অপমান।

অনাহারে পরিবার, করিবেক হাহাকার, চিরদুঃখে তাহাদের হবে দিন অবসান।

পান কর ধর্ম্মামৃত, সুখে থাকিবে সতত, পাইবে আনন্দ কত নির্ম্মল শান্তি আরাম।

তত্ত্বরস সুধা পিয়ে, থাক প্রেমে মত্ত হয়ে, ইহকাল পরকালে পাবে সুখ মোক্ষধাম। ২৩।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঢিমে তেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে।

জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর, ত্যজিলেন কলেবর অন্নবিনা অনাহারে।

পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে, অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।

জনম দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃত সমান, তার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারিয়ে।

সঞ্চিত ধন সম্বল, যা ছিল সকল গেল, দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে। ২৪।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

ও ভাই মজো না সুরাপানে।

বলি বিনয় করে, দুটী পায়ে ধরে, রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে।

কত গুণবান্ প্রিয়দরশন, ভারত মাতার হৃদয়-ভূষণ, যৌবন বয়সে, মজে সুরারসে, অকালে মরিল প্রাণে।

ভাসায়ে সকলে দুঃখের পাথারে, চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে, পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে, বিষম শেল বুকে হেনে; দেখ দেখ কত যুবা বলবান্, মদে মত্ত হয়ে হারাইল জ্ঞান,

সাংঘাতিক রোগে সদা ম্রিয়মাণ, না পায় সুখ জীবনে। ২৫।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

সুরাদলন সংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণ। কর চূর্ণ মদপাত্র পাপ শুণ্ডিকাভবন।

প্রচণ্ড অসুর দল, প্রচারি সুরাগরল, মহাপাপে ডুবাইল, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান ধন।

কাঁদিছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হত, শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন; ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক স্রোতে, করিতেছে সর্ব্বনাশ ঘোর অনিষ্ট সাধন। ২৬।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

অসৎ সঙ্গে রসরঙ্গে কেন সুরারসে মন মজিল।

না জেনে বিষপান করে, পরিণামে এই ফল হইল।

মরিলাম ধনে প্রাণে, পরের কুমন্ত্রণা শুনে,
বৃথা সুখ অন্বেষণে জীবন বিফলে চলে গেল।
কালকূট ফণি মুখে, চুম্বিলাম মহাসুখে, এখন
মরি মনোদুঃখে, অনুতাপে হৃদয় আকুল। ১৭।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখি কোন দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবী হয়ে সুখে কাটাইতাম কাল;
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরসা, কার
মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সদা হইলে উজ্জ্বল; চির প্রেমের
বন্ধনে, বাঁধা আছি তার সনে, হায়! বিধি হেন
জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল।
রাখিব অঙ্কিত করে, হৃদয় পটে তাহারে,

প্রেম আলিঙ্গন দানে করিব প্রাণ শীতল; পবিত্র প্রণয়ব্রত, রক্ষা করিব নিয়ত, স্মরি তাঁর গুণরাশি নিবারিব শোকানল। ২৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আদ্ধা।

কে আর তেমন করে, আমারে ভাল বাসিবে। মধুর প্রণয় ভাষে তাপিত প্রাণ জুড়াবে।

স্নেহরঞ্জিত নয়নে, প্রীতি প্রফুল্লাননে, কুশল বারতা মম বারে বারে জিজ্ঞাসিবে।

হেরিয়ে যাহার মুখ, ভুলিতাম সব দুঃখ, হায় সে প্রেয়সী শোকে কেমনে প্রাণ বাঁচিবে।

জাগিছে সে মুখশশী, হৃদিমাঝে দিবা নিশি, এমন অমূল্য নিধি পুন কি বিধি মিলাবে। ২৯।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল কাওয়ালী।

হৃদয়বন্ধু বিহনে সকলি আঁধার রে।
লোকারণ্য মাঝে একা প্রাণ কেঁদে উঠেরে

আত্মীয় কুটুম্বগণে, চাহিনে আর চাহিনে,
কপট প্রণয়ে মন তৃপ্তি কি আর হয় রে।

স্বার্থের সম্বন্ধ যত, ভাই বন্ধু দারা সুত, কেহ
নয় আপনার সব মায়ার বিকার রে।

মনের মানুষ পেলে, রাখি তারে হৃদকমলে,
উভয়ে প্রেমেতে গলে, এক হয়ে যাই রে।

সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে তারে, ভালবাসি প্রাণ ভরে,
ইহ পরলোকে তার সঙ্গে বাস করি রে। ৩০।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়া।

আপন বলিয়ে কারে করিব হে আলিঙ্গন।
নাহি হল কারো সনে প্রাণের চির বন্ধন।

সুহৃদ্ বান্ধব মিত্র, সম্পদের বরযাত্র, বিপদে
দুঃখ দুর্দ্দিনে করে তারা পলায়ন।

সংসারের প্রণয়, বিনিময় ব্যবসায়, নাহি
তাহাতে হৃদয় পলকে হয় বিলীন।

কোথা হে! করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু,
হৃদয়ে রাখি তোমারে জুড়াব তাপিত প্রাণ। ৩১।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়ঠেকা।

নিঃস্বার্থ সরল প্রেম সংসারে অতি বিরল।
অন্ধ অনুরাগে মিছে কেন আমার আমার বল।
সুখ সম্পদের কালে, বান্ধব অনেক মেলে,
কিন্তু বিপদে পড়িলে, তুমি কার কে তোমার
বল।
ভালবাসা দেখ যত, সব অবস্থা ঘটিত, নহে
হৃদয় প্রসূত বণিকবৃত্তি কেবল
বিশুদ্ধ প্রেম মিলন, পরম অমূল্য ধন, নিত্য
সুখ আস্বাদন ধর্ম্ম সাধনের ফল। ৩২।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত।
বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।

রূপ গুণ ধন যৌবনে, প্রকৃতি মধুর বচনে, বিমো-
হিত হয় যেই সে অতি অবোধ চিত।

অদ্য যে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে
বুকে, কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।

নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভাল বেসে হয় আনন্দিত।

প্রেমের আকর যিনি, তাঁরে ভাল বাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি নিত্য সুখ অবিরত। ৩০।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আড়া।

এমন প্রাণসুহৃদ কোথায় পাইব বল।
দেখিলে নয়নে যারে হৃদয় হবে শীতল।

সুখে দুঃখে সমভাগী, প্রেম দানে অনুরাগী,
জীবনের সহযোগী চির নির্ভরের স্থল।

আমি হইব তাহার, সেও হইবে আমার, উভয়ে
উভয় হৃদে রহিব অনন্ত কাল। ৩৪।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

কে আছে এমন, মায়ের মতন, করিতে যতন, এ সংসারে।

প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ, ঝরে দুনয়ন প্রেমের ভারে।

কিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ আলিঙ্গন, সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা বলে একবার ডাকিলে যাঁরে।

স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে, সুকুমার শিশু লয়ে নিজ কোলে, কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ দানে পালন করেন তারে; এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা, ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা, প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা চিরদিন বল কে করিতে পারে।

ধন্য রে তাঁহারে করি নমস্কার, জননীর জননী যিনি সবাকার, মাতার হৃদয়ে স্নেহ রস দিয়ে রেখেছেন সবে মোহিত করে। ৩৫।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

কোথায় রহিলে প্রিয় জননী আমার।

তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার।

শোকে কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়, হইল শ্মশান প্রায় এ সুখের সংসার।

কে আর আদর করে, স্নেহ গদ্‌গদ স্বরে, ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার; কার মুখ চেয়ে আর, বহিব দুঃখের ভার, আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর। ৩৬।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

প্রিয়জন সমাগমে আজি মন, আনন্দে পুলকিত হইল।

বহু দিন পরে, দেখিয়ে তোমারে, প্রীতি সরোবর উথলিল; কর হে বিতরণ, প্রণয়ালিঙ্গন, নির্ব্বাণ কর বিরহানল।

আশা ভয়ে মন, ছিল এত দিন, উচাটন সদা চঞ্চল; অদ্য শুভ দিনে, হেরি তোমা ধনে, সকল ভাবনা দূরে গেল।

পুরবাসীগণ, আত্মীয় স্বজন, আহ্লাদ সাগরে ভাসিল; পরিবার মাঝে, আনন্দ বিরাজে, প্রেম স্রোতঃ হৃদে বহিল।

যাঁর দয়াগুণে, বন্ধু দরশনে, বিচ্ছেদে মিলন হইল; কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তাঁহারে প্রণমিয়ে, সুখে থাক সবে চিরকাল। ৩৭।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

সংসারসুখের লীলা সাঙ্গ হইল। জনক জননী, স্বজন বান্ধব, একে একে সকলে ফেলিয়ে গেল।

যাদের উপরে ছিল মোর ভরসা, করিতাম কত যে সুখের প্রত্যাশা; স্বপন সমান দেখিতেছি এখন, কালের আঘাতে সব কোথা মিলালো।

কি করি কোথা যাই কেহ নাই সংসারে,
গভীর শোকেতে হৃদয় বিদরে; রহিলে কোথায়
এমন সময়ে, বিপদভঞ্জন দীন সম্বল। ৩৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আদ্ধা।

সংসার ভোগবিলাসে প্রবোধ মানে না মন।
সকলই হইল ক্রমে রসহীন পুরাতন।
চঞ্চল ভ্রমর প্রায়, চিত্ত নানা দিকে ধায়,
কোথাও না পায় শান্তি নিরন্তর উচাটন।
দেখিলাম বিধিমতে, সুখী হতে এ জগতে,
কিছুতেই সুখপিপাসা নাহি হল নিবারণ।
মায়ায় ভুল্‌ব না আর, ভেবেছি সার এবার,
ব্রহ্মপদে সঁপে প্রাণ করিব প্রেম সাধন। ৩৯।

বাউলে সুর।

সংসারের উজন স্রোতে যাও বেয়ে। ওরে ও
ভাই ও ভাই প্রেমরসিক নেয়ে।

চল কিনারা ঘেঁসে, হাল ধররে কসে, দেখ যেন উল্‌টো দিকে যায়নাক ভেসে; চালাও দিবা নিশি জীবনতরী, ও ভাই থেক না অলস হয়ে।

তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরি নাম, আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম; যখন ভক্তি জোয়ার আস্‌বে বেগে, তখন সহজে যাবে লয়ে।

শুন শুন ওরে মন, কুসঙ্গে করনা গমন, ভরাডুবি করে তারা করবে পলায়ন; থেক সাধু মহাজনের সঙ্গে অকপট হৃদয়ে। ৪০।

রামপ্রসাদী সুর।

(তোমার) কবে অবসর হবে, বল তবে, যদি গত হয় জীবন এই ভাবে।

সময় নাই সময় নাই বলে, সমস্ত জীবন কাটালে, একবার ভাবলে না দুদণ্ড বসে পরিণামে কি হইবে।

বাল্যকাল শিক্ষা পাঠে, সকল সময় গেল কেটে, যৌবনে ধন উপার্জ্জনে দিনের দিন ফুরায়ে যাবে।

সম্পদের কোলাহলে, বাল্য যৌবন যাবে চলে, শেষ বৃদ্ধকালে সংসারের কীট বিষয়ের দাস হয়ে রবে।

দিনান্তে একবারও যদি পরমার্থ না চিন্তিবে, তবে মনে ভেবে দেখরে ভাই মরিবার দিনে কি করিবে।

সাধুকার্য্যের নাহি সময়, যখন কর তখনই হয়, যদি চাহরে কল্যাণ যাহা উচিত তা শীঘ্র করিবে। ৪১।

রাগিণী পিলু ভৈরবী।—তাল জৎ।

দেখহে মানব দেখ কি সুখে বিহঙ্গগণ, আনন্দে গগণ পথে করে সদা বিচরণ।



কল্য কি খাবে জানে না, বোনে না সঞ্চয় করে না, তথাপি তাদের রূপে মুগ্ধ হয় প্রাণ মন।

যথা ইচ্ছা যায় উড়ে, দেশ হতে দেশান্তরে, জগৎপতির ভাণ্ডারে করে সুখে পান ভোজন।

বসি তরুশাখা পরে, গাইছে মধুর স্বরে, অশন বসন তরে ভাবেনাক কোন দিন।

ধন্য হে আকাশের পাখি, তুমিইতো পরম সুখী, হেরিলে জুড়ায় আঁখি তোমার সুখের জীবন। ৪২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল জৎ।

কি সুখে সংসারে ভুলে থাক্‌ব আর। সংসারের সুখ সম্পদ স্বপন সম অসার।

ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাসে, বৃথা আমোদ উল্লাসে, তৃপ্তি নাহি হয় মন কাঁদে প্রাণ অনিবার।

আমার হৃদয় ব্যাকুল যাঁর তরে, বল কোথায় গেলে পাব তাঁরে, বিনে সেই প্রাণের ঈশ্বরে দেখ্‌ছি সব অন্ধকার। ৪৩।

রাগিণী পিলু ভৈরবী —তাল জৎ।

অসার ভব সংসারে আসিয়ে দুদিনের তরে,
সার সম্বল পুণ্য ধন লও হে সঞ্চয় করে।

ধন মান উপার্জ্জনে, পরিবার প্রতিপালনে,
মত্ত হয়ে দিবানিশি থেক না ভাই একেবারে।

আত্মীয় পুত্র পরিবার, সকলই মায়ার ব্যাপার,
এদের ফাঁদে পড়ে দেখ যেন আসল কর্ম্ম ভুল না রে।

যে কয় দিন থাক এখানে, এই কথাটী রেখ মনে, হরিনাম বিহনে শেষের দিনে কেহ সঙ্গে যাবে না রে। ৪৪।

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতালা।

কি আশায় মন আছ ভুলে। তোমার হবে
না তৃষ্ণা নিবারণ বিষয় মরিচিকার জলে।

কেহ নহে কার সকল ফাঁকি দেখ একবার মুদে আঁখি, এই ভবের মেলা মায়ার খেলা, দেখ্তে দেখ্তে যাবে চলে।

ষড়রিপুর সেবা করে সুখ পাবে না কোন কালে, তবে মিছে কেন বিড়ম্বনা, দুধের তৃষ্ণা কি ভাঙ্গে ঘোলে।

হরিনামামৃত সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা, প্রেমদাসে ভনে, নাম বিহনে, গতি নাই ভাই অন্তিম কালে। ৪৫।

বাউলে সুর। তাল ঐ।

এই বিষম সংসারের গুরু ভার। প্রভু বইতে যে পারিনে আর।

খেটে মরি দিন রজনী, তবু কাজের শেষ মরে না থাকে যেমন তেমনি; পড়ে অকূল ভবসিন্ধু জলে, হল ওষ্ঠাগত প্রাণ আমার।

অসার ভবিষ্যতের ভাবনায়, গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল শীর্ণ হল কায়; হায়! কার জন্যে বা মরি ভেবে কেউত নহে আপনার।

যাদের জন্যে দিলাম এ জীবন, পেলাম না এক দিনের তরে তাহাদেরও মন ; এখন দয়া করে দীনবন্ধু বিপদে কর উদ্ধার। ৪৬।

ঐ সুর।

আর ভাল লাগে না সংসার। মুখে রক্ত উঠে, খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম হল সার।

পরের মন যোগাতে দিন গেল, আসল কর্ম্ম পুণ্য ধর্ম্ম কিছুই না হল ; বিনা সম্বলে কেমনে বল হব ভবনদী পার।

মোহে অন্ধ হয়ে কত কাল, বহিব ভূতের বোঝা পাপের জঞ্জাল ; মরি যাদের জন্যে এত করে তারা কেউ নয় আপনার।

কোথা ওহে জীবনসহায়, চরম কালের বন্ধু প্রভু দয়াময় ; আমি দেখ্‌লাম ভেবে, অসার ভবে, তুমি বিনা সকল অসার। ৪৭।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

বৃথা অভিমান কেন কর আর, ওরে মন আমার। বিদ্যা ধন যৌবন সম্ভ্রম সকলই অসার।

এসে দুদিনের তরে, অনিত্য ভব সংসারে, করো না কাহার প্রতি মন্দ আচরণ; হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা অনিষ্ট সাধন; কায় মনোবাক্যে সদা কর কুশল বিস্তার।

হয়ে রিপুর অধীন, স্বার্থপর দয়াহীন, দিও না কাহারো প্রাণে মর্ম্ম বেদনা; এ দিন তোমার চির দিন রবে না; উদার প্রেমিকহয়ে কর প্রেমেতে বিহার। ৪৮

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

অনিত্য সুখ সাধনে জীবন ফুরায়ে গেল।
তথাপি হৃদয় মোর পরিতৃপ্ত না হইল।

ধন মান বিদ্যা সম্পদে, পান ভোজন আ-মোদে, যে কিছু আনন্দ শান্তি তড়িত সম চঞ্চল।



অদ্য যাহা স্পৃহণীয়, চরম পরম প্রিয়, কল্য তাহা পুরাতন যেমন শুষ্ক কমল।
হায়! কোথা পাব এমন, নিত্যসুখ প্রস্রবণ,
সুধাময় আস্বাদন নূতন অনন্ত কাল। ৪৯।

বাউলে সুর।

কেন রে ভাই কিশের এত অহঙ্কার।
ঐ সুখের শরীর দুদিন পরে পুড়ে হইবে ছার খার।
যখন যমে ধর্‌বে তোকে, পড়িবি ঘোর বিপাকে,
সরষের ফুল দেখ্‌বি চোখে, পলকে হবে আঁধার;
তখন হয়ে রবি হতভম্বা, লেগে যাবে ভ্যাবা চেকা,
শিঙ্গে ফাঁতড়াবি শুয়ে হাপু গুণ্‌বি বারে বার।
চাঁদ মুখ মলিন হবে, চক্ষে ছানি পড়িবে, দাঁত গুল বেরিয়ে রবে, ধরবি অদ্ভুতাকার; ও তোর
গায়ের গন্ধে ভূত পলাবে, দূরে থেকে দেখ্‌বে সবে,
গোবর ছড়া দিয়ে বিদায় করিবে প্রিয় পরিবার।

খাট পালং কেড়ে নিয়ে, ছেঁড়া কপ্‌নি পরায়ে, আত্মীয়গণে মিলে বল্‌বে হরি দুই একবার; তারা প্রথম দুই চার দিন কাঁদিবে, তার পরে ভুলে যাবে, কে কোথা পড়ে রবে, তুমিই বা কার কে তোমার।

হাত পা ঠাণ্ডা হবে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে, পড়ে পড়ে খাবি খাবে, ক্রন্দন হইবে সার; যত পাপের কথা পড়্‌বে মনে, মোহ নিদ্রা যাবে ভেঙ্গে, অনুতাপে প্রাণ ফাটিবে, কর্‌তে হবে হাহাকার।

ধন মান বিদ্যা মদে, ভুলে আছ আহ্লাদে, ভেবেছ নিরাপদে কাটাইবে চিরকাল; তোর কোথায় রবে টাকার থলে, স্ত্রী পুত্র ছেলে পিলে, দাঁড়িয়ে ভবনদীর কুলে দেখ্‌বে সকল নিরাকার।

কার জন্যে মর খেটে, মুখেতে রক্ত উঠে, আন পরের ধন লুঠে, ভাবনাক একটী বার; ও তোর পাপের ভাগী কে হইবে, সুখের ভাগত সবাই

লবে, নিজে কেবল মর্‌বে ডুবে, খেটে ভূতের ব্যাগার।

দীন প্রেমদাসে বলে, থেক না মায়ায় ভুলে, দেহাভিমান সকলে কর রে ভাই পরিহার; ভজ হরির চরণ পদ্ম, ছাড়ি বাদ বিসম্বাদ, মাটির মানুষ হয়ে সদা কর জীবের উপকার। ৫০।

ঐ সুর অন্য প্রকার

এখনও কি মিটে নাই তোর আশা, অসার সংসার সুখপিপাসা।

মহা পাপে ঘেরিল জীবন, পাপেতে প্রাচীন হইলে পাপেতে মরণ; যদি এইরূপে কাটাবে কাল ভবে কি হবে শেষের দশা।

থাকৃতে সময় কররে উপায়, নৈলে বিপদে পড়িবে জানিহ নিশ্চয়; বিশাল যমদণ্ডে এক দণ্ডে ভেঙ্গে দেবে সুখের বাসা। ৫১।

বাউলে সুর।

ওরে মনপাখী চাতুরী করবে বল কত আর।

বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি একবার।

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক সদা বাহিরে, জাল কেটে পলাও উড়ে ফাঁকি দিয়ে বারেবার; তোমায় এক দিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে, অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার।

যে দিনে ব্যাধের বাণে, কাল ভুজঙ্গ দংশনে, জ্বলে মরিবে প্রাণে দেখবে চক্ষে অন্ধকার; তখন আপনা হতে পোষ মানিবে, তাড়াইলেও নাহি যাবে, পিঞ্জরে বসে হরিগুণ গাইবে নিরন্তর। ৫২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে। প্রেমিক সাধকের

শিরমণি ; আহা ! কি দেখালে, কি নাম শুনালে, দেখে শুনে দুনয়নে বারি ঝরে।

আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনাম রসে উন্মত্ত করিলে, হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী, বিলাইলে ভক্তি বঙ্গ বাসীর দ্বারে।

মরুভূমি হল প্রেম সরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার, শিখালে বিনয় (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার, প্রচারিয়ে প্রেম দেশ দেশান্তরে। ৫৩।

রাগিণী খট্ ভৈরবী।—তাল একতালা।

নিমাই কোন্ প্রাণে আমায় ছেড়ে, হবি সর্ব্ব-ত্যাগী, উদাসীন বৈরাগী, নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে।

একে বিশ্বরূপের বিরহ অনলে, চির দিন আমার শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে

আছি ভূমণ্ডলে, তুই গেলে সন্ন্যাসে বাচ্‌ব কেমন করে।

বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা রবে, সোণার সংসার মোর ছার খার হবে, অনাথিনী মায়ে, পাঁথারে ভাসায়ে, যেও না রে বাপ বলি হাতে ধরে। ৫৪।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ জ্যোতিঃ, গৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায় প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু লুঠায়ে ধরায় নয়নজলে ভাসে রে; কাঁদে আর বলে হরি. স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে; আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, যাচেন দাস্যমুক্তি দ্বারে দ্বারে।

কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগী বেশ, দেখে ভক্তিভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে; জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে; প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, চৈতন্য চরণে দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে। ৫৫।



রাগিণী গাড়া ভৈরবী।—তাল আড়া।

ওহে ভক্তরাজ যিশু মানবকুলপাবন। বিনয়ের অবতার ধর্ম্মবীর প্রধান।

যুগান্তর ঘটাইলে, নরকে স্বর্গ দেখালে, পাপ কলঙ্ক নাশিলে, করে পুণ্য বিতরণ।

ক্রুশে হারাইলে প্রাণ, দিতে জীবে পরিত্রাণ তব প্রেমে পরাজিত হইল পাষণ্ডগণ।

জীবন্ত বিশ্বাস বলে, মহাপাপী উদ্ধারিলে, মরিয়ে জীবন দিলে, ধন্য হে তব জীবন।

এমন প্রিয়দর্শন, সুন্দর মিষ্ট বচন, দেখে নাই নয়নে কেহ করে নাই কর্ণে শ্রবণ।

দুর্ল্লভ মানব তুমি, বিশ্বাসীর চূড়ামণি, তাই তোমারে ভ্রান্তনরে বলে স্বয়ং ভগবান। ৫৬।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

প্রেম পরম ধর্ম্ম সার জেনে এ সংসারে।

নির্ব্বিশেষে ভালবাস নরনারী সকলেরে।

যিনি সর্ব্বসুখদাতা, বিশ্বপালক বিধাতা, প্রেম-ময় পিতা বলে আগে প্রীতি কর তাঁরে।

তাঁহার সন্তানগণে, ভ্রাতৃ স্নেহ সম্বোধনে, প্রেম আলিঙ্গন দিয়ে রাখ হৃদয় মাঝারে। ৫৭।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল জৎ।

অদ্ভুত প্রকাণ্ড কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি চমৎকার।

অবাক্ হয়ে আছি দেখে বাক্য নাহি সরে আর।

মহা বেগে ঘূর্ণমান, শূন্যমাঝে লম্বমান, রবি শশী গ্রহ তারা জ্যোতির্ম্ময় কি বাহার।

পরস্পর আকর্ষণে, রাখিয়াছে যথা স্থানে, কেহ কারে নাহি জানে, কিন্তু সখ্য ব্যবহার।

যাঁহার শক্তি প্রভাবে, আছ সবে নিরালম্বে, অনন্ত মহিমা তাঁর, করি তাঁরে নমস্কার। ৫৮।

বাউলে সুর।

ধন্য বিধি যাই তোমার বলিহারী। কত গুণ ধর তুমি কিছুই বুঝিতে নারি।

দেখে তোমার রচনা, মুখে কথা সরে না, পরাভব মানে মহা কবির কল্পনা; কত বিচিত্র কৌশলে পূর্ণ সুন্দর কারিকুরী।

জ্ঞানী পণ্ডিত বিদ্বান্, তারা না পেয়ে সন্ধান, পঞ্চভূতের কার্য্য দেখে হল হতজ্ঞান; করে কুসিদ্ধান্ত, হয়ে ভ্রান্ত, আত্মতত্ত্ব পাশরি।

কেহ বলে ভূতের সংযোগে, অন্ধশক্তি প্রভাবে, আপনা হতে জড় জীব হয় এই ভাবে; কর্ত্তা বিনা কর্ম্ম হল, কি বুদ্ধি আহা মরি!

তোমার কীর্ত্তি সমুদায়, যেন ভোজবাজী প্রায়, সহজে সামান্য জ্ঞানে বুঝা নহি যা; এক মাটি হতে প্রকাশিলে কত রসের মাধুরী। ৫৯।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল জং।

মানবতত্ত্ব আদি অন্ত কেবা জানিতে পারে।
বুদ্ধির অগম্য ঢাকা দুই দিক্ ঘোরান্ধকারে।

বাহ্য শোভা দেখে সবে, মুগ্ধ হয়ে আছে ভবে, এত ছায়া বাজির পুঁতুল কেবল ঘুরে বেড়ায় কলের জোরে।

আসল মানুষ অন্তঃপুরে, কেহ দেখ্‌তে পায় না তারে, দেহের মধ্যে থাকে তবু কোথায় কেহ বুঝ্‌তে নারে।

বিধাতার বলে বলী, দেহযন্ত্রে করে কেলি

সময় হলে যন্ত্র ফেলে চলে যায় লোক লোকান্তরে।

নাম তার আত্মারাম, অমর চেতনবান্, করে হরি নাম গান পিঞ্জরে বসে মধুর স্বরে। ৬০।

রাগিণী সিন্ধু বাহার।—তাল কাওয়ালী।

ধন্য প্রভু মহিমা তোমার কি বলিব আর। প্রকৃতিরে লয়ে কত ভাবে করিছ বিহার।

বসে তরু লতা মূলে, বিচিত্র জ্ঞান কৌশলে, বিকাশিছ সুগন্ধ কুসুম মনোহর, যার পরিমল লোভে ভ্রমে মধুকর; বিতরিছ জীবে কত ফল শস্য উপহার।

সুন্দর বিহঙ্গগণ, করে সুখে বিচরণ, রমণীয় উপবন কানন ভিতর; গায় কল কণ্ঠে তব গুণ নিরন্তর; তাদের গান শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ভার।

ওহে গুণের ঈশ্বর, সুনিপুণ কারীকর, অতুল

তোমার কীর্ত্তি বুঝে সাধ্য কার; অপূর্ব্ব রচনা তব সুখের আধার; কি আর বলিব করি ও চরণে নমস্কার। ৬১।

রাগিণী খট্‌ ভৈরবী।—তাল একতালা।

তুমি বিপদভঞ্জন দয়াল হরি। অপার স্নেহ-গুণে, জগদ্বাসী জনে, কতই ভালবাস আহা মরি মরি।

অপরূপ তব রচনা কৌশল, নানারসযুত অবনী-মণ্ডল, আমাদেরই জন্য করেছ কেবল, নিজে সর্ব্বত্যাগী পর উপকারী।

সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম, ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেম ভক্তি পাষাণ ভেদ করি।

বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে, বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে, গুরু হয়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী। ৬২।

রাগিণী ঝিঝিঁট ।—তাল কাওয়ালী ।

হে জগদীশ, পরম দয়াল, প্রেমসিন্ধু গুণাকর ; নিত্য বিভু হৃদাধার ।

পিতা মাতা সখা সুহৃদ বান্ধব, তুমি হে করুণা-সাগর মঙ্গলময় প্রাণেশ্বর ।

দয়াময় তুমি কৃপানিধান বিধাতা ; ধন জীবন সুখ শান্তি আনন্দ দাতা ; প্রতিপালক প্রভু বিপদ ভয় দুখহারী ; অনাথ নাথ আশ্রয় পরম উপকারী ; ভবজলধির কাণ্ডারী । ৬৩ ।

রাগিণী বেহাগ ।—তাল কাওয়ালী ।

ধন্য ধন্য জগদীশ দয়াময়, ধন্য প্রভু দয়াময় ।

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পরাৎপর, পরম মঙ্গলালয় ।

অপূর্ব্ব রচনা, নাহিক তুলনা, অনন্ত মহিমা তোমার ; অশেষ কৌশলে, জগৎ সৃজিলে, সুন্দর অতি চমৎকার ।

মঙ্গল শাসনে, সুচারু নিয়মে, পালিছ বিশ্ব সংসার: বিবিধ বিধানে, পরম যতনে, দিতেছ সুখ অনিবার।

করিতে পোষণ, জীবের জীবন, করেছ কত আয়োজন; সুরস অন্ন জল, প্রচুর শস্য ফল, যাহার যত প্রয়োজন।

বিদ্যালোক দিয়ে, আঁধার নাশিয়ে, বিতরিলে তত্ত্বজ্ঞান; ধর্ম্মামৃত দানে দীন হীন জনে, দেখালে মুক্তি সোপান।

হইয়ে প্রহরী, দিবা বিভাবরী, নিকটে আছ পিতা তুমি; কৃতজ্ঞ অন্তরে, আমরা তোমারে, ভক্তিভরে প্রণমি। ৬৪।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

ওহে দয়া সিন্ধু, চরমকালের বন্ধু, দেখা দাও একবার অন্তিম কালে। এ ঘোর শ্মশানে, নাথ তোমা বিনে, কে দিবে অভয় লয়ে নিজ কোলে।

বিষম ব্যাধিতে হল দেহ ক্ষয়, যন্ত্রণায় কাতর জীবন সংশয়, ভয়ে প্রাণ কাঁপে, দহে মনস্তাপে, (দেখা দাও হে) ডাকি কাতরে পড়ে ভব নদীর কূলে।

করিয়াছি কত অপরাধ ঐ পদে, মত্ত হয়ে পাপ অহঙ্কার মদে, এখন আর উপায়, নাহি দয়াময় (ক্ষমা কর হে) লয়ে যাও সঙ্গে হাতে ধরে পরকালে। ৬৫।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়া।

অবিদ্যা ঘন আঁধারে তুমি হে সত্যের জ্যোতি।
সুগম্ভীর ভাবে একা আনন্দে কর বসতি।
অন্তরীক্ষ নহে শূন্য, তোমার সত্তায় পূর্ণ, সগুণ নির্গুণ তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি।
শান্তমূর্ত্তি চিদ্‌ঘন, নিরাকার নিরঞ্জন, অন্তর বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে কর স্থিতি; প্রাণরূপে

বিদ্যমান, আছ সর্ব্বত্র সমান, "আমি আছি" নিজমুখে বলিতেছ নিরবধি। ৬৬।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঠুংরি।

হরিপদ কমল পীযূষ রসে, মজরে পিপাসু মন মধুকর।

বিষয়সুখ আশে, কেন রে মায়াবশে, ভব কণ্টক বনে বৃথা ভ্রমণ কর।

মধু লোভে কত, প্রেমিক ভকত, বিহরিছে ও পদপঙ্কজ ভিতর; বিমোহিত হয়ে, আছে লুকাইয়ে, সুধাপানে আনন্দিত অন্তর।

ও চরণ সরোজে, বিমল দল মাঝে, সাধু সঙ্গে সদা সুখে বাস কর; নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে, পিয়রে মকরন্দ নিরন্তর। ৬৭।

রাগিণী আলেয়া।—তাল কাওয়ালী।

ভক্তিভাবে ডাকলে আমি রইতে পারি কৈ।

ওরে যে ডাকে আমারে আমি তারই হয়ে রই।

যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে, কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বই।

আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চির দিন, ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।

দারা সুত ধন প্রাণ, ওরে যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।

ভক্তিতে চৈতন্য মোরে, বেঁধে ছিল প্রেম-ডোরে, ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হল শমন জয়ী। ৬৮।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার। প্রাণাধার, সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।

তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল, তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।

তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম, তুমি শাস্ত্র বিধি গুরু কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার।

তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য, দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহ-ময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার। (তুমি) ৬৯।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঢিমে তেতালা।

তুমি হে আমার জীবন উপায়। (দয়াময়) তাই কাতর হৃদয়ে বার বার ডাকি তোমায়।

হয়ে পাপী অপরাধী, তোমারই নিকটে কাঁদি, নাহি যে আর অন্য গতি যাইব বল কোথায়।

চাহি তৃষিত নয়নে, তব প্রেমমুখ পানে, মধুর আশ্বাসবাণী শুনিবার আশায়।

একাকী বসে বিরলে, মনের কথা তোমায় বলে, 'চরণ ধরে কাঁদিলে, সব দুঃখ দূরে যায়। ৭০।

রাগিণী আলেয়া।—তাল তেতালা।

কোথায় পাপীর বন্ধু দয়াসিন্ধু পতিতপাবন। কর পবিত্র জীবন্মুক্ত আমার জীবন।

তোমার নিয়ম ভঙ্গ করে, আমি পড়েছি পাপ-বিকারে, লোভে পাপ পাপেতে মরণ কে করে খণ্ডন।

উচিত দণ্ড বিধানে, এখন উদ্ধার এ গতিহীনে খুলে দেহ দয়া করে পাপের বন্ধন। ৭১।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

তুমি দয়াময় পতিতপাবন। ভক্তের জীবন ধন, ওহে হৃদয়বিহারী, অন্তর্যামি হরি, বাঞ্ছাকল্প-তরু দারিদ্র্যভঞ্জন।

হয়ে নিরুপায় যে জন তোমারে, ডাকে প্রাণ-পণে ব্যাকুল অন্তরে, দাও পদাশ্রয় অভয় তাহারে, (দয়াময় হে) তাহারে লও কোলে করে জননী যেমন।

যুগে যুগে বিধি করিয়ে প্রচার, ভক্তসঙ্গে কত করিলে বিহার, তরাইলে কত পাপী দুরাচার (দয়াময় হে) তুমি কাহাকেও বঞ্চিত কর নাই কখন। ৭২।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল কাওয়ালী।

হরি নামের গুণ কত তা জানিনে। ভক্তগণ জেনেছিল কিঞ্চিত ধ্যানে।

দেবঋষি নারদ মুনি, করিতেন সদা হরিধ্বনি, বীণাযন্ত্রে মধুর তানে; শুকদেব জনকাদি, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, জীবন্মুক্ত হয়ে ছিল এই নাম সাধনে।

ধ্রুব প্রহ্লাদ নামের বলে, মোক্ষধামে গেল চলে, তার প্রমাণ আছে পুরাণে; ভক্তিভাবে করে যে জন, এই হরির নাম সংকীর্ত্তন, পায় সে অন্তিমে স্থান হরির চরণে।

নিতাই গৌর দ্বারে দ্বারে, হরি নাম ঘোষণা করে, দিলেন ভক্তি অভক্ত জনে; জগাই মাধাই ভাই দুই জনে, তরে গেল নামের গুণে, অমর হইল হরি নামামৃত পানে। ৭৩।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

প্রভু তোমার সঙ্গে মিল না হলে আর দিন চলে না।

দুঃখ ঘুচ্‌লনা, সুখ হল না, থাকিতে বিচ্ছেদ কিছুই হবে না।

প্রবৃত্তি প্রতিকূল হয়ে, নানা মতে ভোগা দিয়ে, কল্লে মোরে আত্মবঞ্চনা; তোমার বিধি নিয়ম অখণ্ড, পাপেতে হয় পাপের দণ্ড, এ যে বিষম যন্ত্রণা, ছাড়িলেও ছাড়ে না, এখন উপায় কি করি তা বল না।

কুবুদ্ধির মন্ত্রণা শুনে, পড়ে পাপ প্রলোভনে, মুখের অন্ন খেতে পেলাম না; করে ঘরে ঘরে

বিসম্বাদ, পিতা পুত্রে হল বিবাদ, সেই মহা পাপের ফল, ভুগব কত কাল, যা হবার হয়েছে আর হবে না। ৭৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

তোমার সঙ্গে বিবাদ করে কত দিন আর বাঁচিব বল। তুমি হে জীবনাশ্রয়, এক মাত্র সম্বল।

করিলে পালন পরম যতনে, দেবের অধিকার দিলে নিজগুণে; না শুনে তোমার মঙ্গল বিধান, এই হল শেষে তার প্রতিফল।

হইয়ে এখন অনন্য উপায়, লইলাম নাথ তোমার পদাশ্রয়; রাখ হে আমারে আপনার করে, অনুগত কৃতদাস চিরকাল। ৭৫।

কীর্ত্তন।

অসার সংসারে কেবল সার ব্রহ্ম ধন, তাঁর সঙ্গে দিবা নিশি থাক ওরে মন। (একা থেক

নারে) (আর কিবা আছে রে, সে ধন বিনা)

মুখে বল তাঁর কথা, তাঁরই কথা শোন, (আর কি কাজ আছে রে, শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা) তাঁর প্রিয় কার্য্যে দেহ কর হে পতন। (জনম সফল হবে রে)

ভক্তিযোগে মগ্ন হয়ে অন্তর বাহিরে, দেখ সেই আনন্দময় প্রাণের ঈশ্বরে।

কিবা সুখময় তাঁর সহবাস। প্রেম সমীরণ, বহে অনুক্ষণ, পরশে মনে হয় উল্লাস। পবিত্র হিল্লোলে, আনন্দ উথলে, হয় হৃদয় আকাশে, এক নিমেষে চিদানন্দ স্বরূপ প্রকাশ।

ব্রহ্মরূপ সিন্ধু নীরে, থাকিয়ে মগন, পান কর প্রেমামৃত সুখে সর্ব্বক্ষণ। ৭৬।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

না দেখে তোমারে, বল কেমন করে, একাকী সংসারে থাকৃব দয়াময়। আত্মীয় স্বজন, দারা-সুত ধন, চিরদিন সঙ্গের সঙ্গী কেহ নয়।

মোহে অন্ধ হয়ে ছিলাম তোমায় ভুলে, অনিত্য অসার বিষয় কোলাহলে, বুঝিলাম এখন, কেহ নয় আপন, (দয়াময় হে) প্রভু তোমা বিনা সব অন্ধকার ময়।

এমন হৃদয়বন্ধু জীবন সহায়, অকৃত্রিম সখা পাইব কোথায়, প্রীতিসুধা দানে, বাঁচাইবে প্রাণে, (তোমা বিনে হে) এস! হৃদয় মাঝে প্রেম কর বিনিময়। ৭৭।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

দিন যে ফুরাল আমার।

প্রভু দুঃখের কথা তোমায় বলিব কি আর।

দেখিলাম নানামত, এড়াতে পাপের হাত, নিরুপায় হইয়ে নাথ, এখন ডাকি তোমায় বারে-বার।

বড় ছিল মনে সাধ, হয়ে শুদ্ধ চিত, ভক্ত হয়ে থাক্‌ব ঐ চরণে; আমার সে আশা পূর্ণ হল না,

(ওহে দীনবন্ধু), আরত বহিতে পারিনে হৃদয়ের ভার। ৭৮।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়াঠেকা।

তোমার কি দোষ দিব সকলি নিজ দোষে করে।

বলিবার পথ রাখি নাই কিছু আর বলিতে তোমারে।

কেমনে আর এ পাপ মুখে, ডাকৃব তোমায় পিতা বলে, অবাধ্য সন্তানের প্রতি নাথ চাহিবে কি ফিরে; ইচ্ছা হয় কেঁদে গিয়ে, পড়ি আবার তোমার পায়ে, কিন্তু প্রাণ কাঁপে ভয়ে, পাপরাশি মনে করে।

কত পবিত্র ভূষণে, বহুমূল্য নানারত্নে, সাজাইয়ে দিয়েছিলে যতন করে; হায় কোথায় সে নির্ম্মল মুখ, কোথায় সে পবিত্র ভাব, পাপাগুণে দগ্ধ করিয়াছি নিজ করে। ৭৯।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

ওহে জীবনবল্লভ প্রাণের অবলম্বন। চরণ পল্লব ছায়া কর মোরে বিতরণ।

বিষম সংসার তাপে ক্লান্ত মম হৃদয়, একবার দয়া করে দেহ প্রেম আলিঙ্গন।

রাখ সদা নিজ পাশে, তব সুখ সহবাসে, একাকী এ ভবারণ্যে থাকিতে না চায় মন; তুমি হে হৃদয়বন্ধু, দয়াময় গুণসিন্ধু, তোমা বিনা কে করিবে মম দুঃখ নিবারণ। ৮০।

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়াঠেকা।

শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কর শান্তি বরষণ। ওহে শান্তির আধার জীবের জীবন ধন।

মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, ছিলাম তোমারে ভুলিয়ে, সকলই অসার ভবে দেখিতেছি হে এখন।

আত্মীয় প্রিয় বান্ধব, মান সম্পদ বিভব, জানিলাম মিছে এ সব কেবল মায়ার ভ্রম

আপনার বলে যাহারে, রেখে ছিলাম যত্ন করে, একাকী ফেলে আমারে করিল সে পলায়ন। ৮১।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল একতালা।

পরম বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী তুমি হে ঈশ্বর।
তথাপি জীবের সেবায় ব্যস্ত আছ নিরন্তর।
পরের হিতসাধনে, মত্ত হয়ে রাত্রি দিনে, কতই ভাব মনে মনে, কে বুঝিবে সাধ্য কার।
বড় সাধ হয় মনে, প্রাণ সঁপে ও চরণে, থাকি তব সন্নিধানে, হয়ে নিত্য অনুচর। ৮২।

বাউলের সুর।

ও মন কার সঙ্গে কর তুমি প্রবঞ্চনা। চির দিন সমান যাবে না, এক দিন মরিতে হবে কি জান না।

যিনি হে চরমগতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, তাঁর সঙ্গে বিবাদ করো না; যে দিন দেহলীলা সাঙ্গ হবে, সকলে বিদায় দিবে, কোথায় রবে বুদ্ধি বল, চাতুরী কৌশল, (তখন) নাহি অন্য গতি তিনি বিনা।

পরের কথা শুনে কাণে, মত্ত হয়ে অভিমানে, পরিণাম চিন্তা করলে না; যবে কৃতান্ত ধরিবে কেশে, পড়িবে কালের গ্রাসে, তখন দিব্যজ্ঞান পাবে, দর্প চূর্ণ হবে, আমোদ পরিহাস আর চল্‌বে না।

যে জন কুটিলতা করে, ফাঁকি দিতে চায় তাঁরে, পড়ে সে চিড়ের বাইশ ফেরে; যিনি সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী, তাঁরে কি ঠকাবে তুমি, হায়! অবোধ ভ্রান্ত নর, ইহাতে তোমার, হবে কেবল আত্ম-বিড়ম্বনা। ৮৩।

কীর্ত্তন।

আহা কে দিবে এনে ও সেই হৃদয়নাথে,
আমার যাঁর লাগি প্রাণ কাঁদে, হায়!
আমি কি লইয়ে থাক্‌ব এ সংসারে, হারায়ে, জীবনসর্ব্বস্ব ধনে।
হায় কোথায় গেলে আমি তাঁরে পাব, দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াইব।
যদি একবার দেখ্‌তে পাই তাঁরে, বলি মনের দুঃখ প্রকাশ করে। ৮৪।

একবার ডাক্‌রে দিন যায় বয়ে।
ডাক তাঁরে দয়াল বলে হৃদয় ভরিয়ে। (এক-বার ডাক্ ডাক্ রে।
ডাক তাঁরে সবে মিলে ব্যাকুল হৃদয়ে (এক-বার ডাক্ ডাক্ রে)
নামের গুণে তরে যাবে ভব পার হয়ে। (পতিতপাবন নামের গুণে রে)

কি করিলে ভবে আসি জনম লইয়ে। (কেবল এলে আর গেলে রে)

শমন নিকটে তোর রয়েছে বসিয়ে. (চেয়ে দেখ দেখ্ রে)

যখন কৃতান্ত লইয়ে যাবে কেশেতে ধরিয়ে। তখন কি হবে রে)

ভাই বন্ধু দারা সুত যাইবে ফেলিয়ে। (কেহ সঙ্গে যাবে না রে) ৮৫।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঠুংরি।

হরি নাম সার কর রে। সার কর, সার কর, হরি নামের মালা পর রে।

হরি নাম মহামন্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্রের ফল, উত্তমেরই প্রাণ ধন রে, অধমের জঞ্জাল রে।

হরি নাম দয়াল নাম বড়ই মধুর, যেই জন হরি ভজে সেই সে চতুর রে।

হরি নাম বিনে রে ভাই সকলই অসার, ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নয় কার রে।

জীবন যৌবন ধন স্বপন সমান, মরণ কালেতে কেবল সার হরি নাম রে।

নয়ন মুদিলে হবে সব অন্ধকার, হরি এক মাত্র বন্ধু ভবকর্ণধার রে। ৮৬।

এমন দয়াল নাম সুধারসে আমার মন কেন না মজিল রে। আমার মন, মন কেন না মজিল রে।

আমি না জানি কোন্ অপরাধে না মজিল রে। (সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে)

আমি না জানি কোন্ মহাপাপে না মজিল রে। (গতি কি হবে রে)

এমন জনম বিফলে গেল না মজিল রে। (কখন কি হবে রে)। ৮৭।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

১৭৯৭ শক।

কর সার ব্রহ্মপদ রে মন আমার, এই অসার ভবে সে ধন বিনা সকলি যে অন্ধকার।

কি লোভে রয়েছ ভুলে হয়ে নিঃসম্বল, ভজ প্রাণারাম সচ্চিদানন্দে হবে জীবন সফল; লহ পুণ্য সঞ্চয় করে, যে কয় দিন থাক সংসারে, ডাক তাঁহারে; সেই শেষের দিনে কি করিবে ভেবে দেখ একবার।

তবে ছাড়রে বিষয় বাসনা। ও মন আর বিলম্ব কর না রে। (দিনত ফুরাইল) হয়ে অনুরাগী প্রেম বৈরাগী, কর প্রেম সাধনা। দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, চল যাই তাঁর উদ্দেশে, কাঁদি গিয়ে চরণে লুটায়ে; (ক্রন্দন বিনা আর যে গতি নাই রে) বহিতে পারিনে আর, এ পাপজীবন ভার, সে শ্রীপদে সঁপি প্রাণ মন রে; ব্যাকুল হৃদয়ে, করিলে ক্রন্দন, দূরে যাইবে দুঃখ যন্ত্রণা।

প্রেম ভক্তি উপহারে, আশাপূর্ণ অন্তরে, করিব তাঁর সাধনা। প্রেমপুণ্য শান্তি সুধা, দিবেন তিনি প্রাণ ভরে। সংসার বন্ধন হবে তাহে মোচন, মিলে সাধুসঙ্গে দয়াময়ের করিব জয় ঘোষণা। (প্রেমে মত্ত হয়ে) প্রেমযোগে যোগী হব, আনন্দে মাতিব, (ভুলে থাকিব নারে, অসার সংসারে) দেখে হৃদয় মাঝে স্বর্গধাম পূরাইব বাসনা। ৮৮।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

জনক (জননী) বিয়োগ শোকে দহিছে আমার প্রাণ। কোথা হে পরম পিতা কর আসি শান্তি দান।

যাঁর স্নেহ বক্ষোপরে, পালন করিলে মোরে, এ জগত সংসারে কে আছে তাঁর সমান।

পারি নাই সাধ্য মতে, পিতৃ (মাতৃ) ঋণ শোধ দিতে, সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে

দান; হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ, না বুঝিয়ে করিয়াছি কত অপমান।

ও হে পতিতপাবন, করি এই নিবেদন, পরলোকে দিও তাঁরে তোমার চরণে স্থান; ইহ পরকালে তুমি, সকল জীবের স্বামী, পরলোকগামী পিতায় (মাতায়) কর আশীর্ব্বাদ দান। ৮৯।

রাগিনী মল্লার।—তাল আড়া।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে। হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।

উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি, সুখেতে অনন্ত কাল তব প্রেমসিন্ধু পানে।

তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা, শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে; এই নব দম্পতিরে, রাখ দাস দাসী করে, চির জীবনের মত তোমার চরণে। ৯০।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

ওহে মঙ্গলবিধাতা করুণানিধান হে।
শুভকর্ম্মে কর আজি আশীর্ব্বাদ দান হে।
তব অখণ্ড নিয়মে, মিলিয়ে দাম্পত্য প্রেমে, পরিণয়ে বদ্ধ হল তোমার সন্তান হে।
চির সুখে সুখী করে, রেখ নব দম্পতিরে, দিয়ে চির দিনের তরে শ্রীচরণে স্থান হে। ৯১।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

দুস্তর সংসারার্ণবে ভাসায়ে প্রেমের তরী, চলিল দুজনে আজি শুভক্ষণে যাত্রা করি।
সুখাশা পবনবেগে, মিলে নব প্রেমযোগে, প্রধাবিত অনুরাগে, কিবা শোভা মরি মরি।
অজ্ঞাত অপরিচিত, সুখ দুঃখে বিমিশ্রিত, মনোরমা গৃহধর্ম্ম বিচিত্র কল্পনা পুরী; বিস্ময়ময় এ সংসারে এই নব দম্পতিরে, রেখ নিরাপদে পুণ্যপথে হে ভবকাণ্ডারী। ৯২।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

গাও আজি বন্ধুগণে, পরম আনন্দ মনে, সুধাময় ব্রহ্মনাম সকলে বদন ভরে।

যাঁর গুণে সম্পাদন, হল শুভ সম্মিলন, সাজাও তাঁহার পদ কৃতজ্ঞতা উপহারে।

নব দম্পতী হৃদয়ে, প্রেমালোক প্রকাশিয়ে, আশীর্ব্বাদ হস্ত তিনি রাখুন দোঁহার শিরে।

শুভ দৃষ্টিপাত করি, উভয়ের হাত ধরি, লয়ে যান আপনার সুখময় সংসারে। ৯৩।

রাগিণী সুরট বাহার।—তাল কাওয়ালী।

কর আশীর্ব্বাদ সবে প্রীত মনে। হে সুহৃদ বন্ধুগণে, নব দম্পতিরে কর স্নেহেতে বরণ; গাও হে মঙ্গলগীত, হয়ে প্রেমে পুলকিত, এ শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে।

মিলে আনন্দে যত পুরকন্যাগণ, কর মঙ্গল আচরণ; নব বর বধূ লয়ে, প্রফুল্লিত হৃদয়ে, কর মহোৎসব উভয়ের সনে। ৯৪।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

কেন হে এমন করে চেয়ে আছ প্রেমনয়নে।

যেন আমা বই তোমার কেহ নাই আর ত্রিভু-বনে।

এইরূপে সবে তোমারে, আপন বলে মনে করে, তুমিও তেমনি ভাবে ভালবাস প্রতি জনে। ৯৫।

কীর্ত্তন।

সত্যং শিব সুন্দরং রূপ মনোহর, নিরখি জুড়াব আঁখি তৃষিত অন্তর। (সে দিন কবে বা হবে হে)

হৃদয় আকাশে প্রেমচন্দ্রোদয় হবে, ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু উথলি উঠিবে হে।

দয়াল নাম বলিতে হবে পরাণ আকুল, অনু-রাগে প্রেমাবেশে হইবে বিহ্বল।

নয়নে নয়নে হবে শুভ সম্মিলন, অবাক্ হয়ে দেখিব প্রসন্ন বদন হে।

অরূপ মাধুর্য্য রসে মন মজিবে, মগ্ন হয়ে অনিমেষে চাহিয়ে রহিবে। (প্রেম মুখের পানে)

নয়নে বহিবে প্রেমধারা অবিরত, পুলকে সর্ব্ব শরীর হবে রোমাঞ্চিত। (সে দিন কবে বা হবে হে, অধমের ভাগ্যে)

প্রেমরস পানে আর নামগুণ গানে, ভাসিব প্রেমতরঙ্গে সদানন্দ মনে। (সাধু সঙ্গে মিলে)

সংসার বাসনা কবে হইবে বিনাশ, (চিরদিনের তরে) সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে হব তব ক্রীত দাস হে।

মাটিতে মিশায়ে রব তৃণের সমান, ছাড়িব অসার গর্ব্ব মান অভিমান।

বিষয় ত্যজিয়ে কবে হইব বৈরাগী, সেবিব ঐ শ্রীচরণ হয়ে অনুরাগী।

ভক্তের চরণরেণু মস্তকে ধরিব, ভক্তাধীন দীন হয়ে জীবন কাটাব হে।

সাধুসঙ্গে প্রেমানন্দে করিব কীর্ত্তন, সুধাময় দয়াল নাম জগত পাবন হে।

সবে মিলে প্রেম সুধা পান করিব, সংসারের শোক তাপ সব পাশরিব।

ভক্ত সঙ্গে প্রেমধামে প্রেম আলাপনে, মাতিব আনন্দ রসে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।

দীন প্রেমদাসে যাচে কাতর অন্তরে, এক বিন্দু ভক্তিসুধা দাও দয়া করে হে। ৯৬।



সংগৃহীত

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া নিশিথিনী।
কৌমুদী বসনে পূর্ণ কলানাথ কিরিটিনী।
উজ্জ্বল তারকারাজি, কুণ্ডল শোভিছে কিবা,
ছায়াপথ সীমন্তেতে জনমনোমোহিনী।
প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগতজনে, মোহিত করেছ নাকি হৃদয়ানন্দদায়িনী; কে তোমারে এই সাজে, সাজায়েছে বল সখি, (কোথায় জননী তব সবার জননী যিনি) কাহার নন্দিনী তুমি বল কে তব জননী। ৯৭।

মধুকাণের সুর।

ওগো স্রোতঃস্বতী সতী, পর্ব্বত বিদীর্ণ করি,
চলেছ কার অন্বেষণে।

কার প্রেমে হয়ে প্রমত্ত, আবর্ত্ত রূপেতে নিত্য,
ঘুরে ঘুরে কর নৃত্য, বল শুনি বরাননে।
মিলে অনিলের সঙ্গে, তরঙ্গ রূপেতে রঙ্গে,
আনন্দে নাচিছ গঙ্গে কি ভাব উঠেছে মনে।
বিঘ্ন বাধা ঠেলে ফেলে, যাইতেছ যাঁর বলে,
বলিতে কি পার তাঁর দেখা পাইব কেমনে। ৯৮।

সুর ঐ।

বল ওহে তরুবর, কে তোমায় সাজায়ে দিলে
শাখা পত্র পুষ্প ফলে।
কাহার কৃপাতে তুমি, উদ্ভেদ করিয়া ভূমি,
উদ্ভিজ্জ নামেতে খ্যাত হইয়াছ ভূমণ্ডলে।
বীজমধ্যে গুপ্ত ভাবে, ছিলে তুমি কার প্রভাবে,
তত ক্ষুদ্র হয়ে এত বড় হলে কার কৌশলে।
তৃপ্ত হয় সব জন্তুগণে, তব পত্র ফলাশনে,
পথিকে হয় গতশ্রান্ত তব সুশীতল তলে। ৯৯।

রাগিণী কালহ্যাংড়া।—তাল একতালা।

ওহে বিহঙ্গগণ কার গুণ গাইতেছ। আনন্দে মধুর রবে বল কারে ডাকিতেছ।

নাহি কর কৃষিকার্য্য, না কর দাস্য বাণিজ্য, নিত্য নিত্য কার দ্বারে সদাব্রত পাইতেছ।

সুচিত্রিত পক্ষ দিয়ে, কে দিয়েছে সাজাইয়ে, কাহার প্রদত্ত বলে শূন্যপথে ধাইতেছ।

তোমাদের মধুর রবে, আনন্দে ভাসিছে সবে, বল বল বল শুনি কি সুভাষা ভাষিতেছ। ১০০।

আউলে সুর।

বল্‌রে বল্ ও তরু বল্ রে। কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্র পুষ্প ফলরে।

ছিলি এক বালির মত, হলি তায় হস্ত শত, কাণ্ড প্রকাণ্ড কত কার কৃত কৌশলরে; ওরে বল্‌রে তরু কার উদ্দেশে, গগণ ভেদ করে যাস্ ঊর্দ্ধ দেশে, হলি সংসারে এসে, কার প্রেমে অচলরে।

এমন শীত উষ্ণ সয়ে, নিরন্তর খাড়া হয়ে, কি ভাবিস নীরব হয়ে ভাব দেখে বিহ্বল রে; কেন ত্যেজ্য করে ভোগ বাসনা, তরু করিস্‌রে কার উপাসনা, কি জন্য যোগী জনা সার করে তোর তলরে।

অনিলের সঙ্গে মিলে, নিরন্তর হেলে দুলে, কার গুণ গাস্‌রে জিলে, স্বরে হই শীতল রে; কেন দেখ্‌তে পাইরে প্রভাত হলে, ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে, না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে। ১০১।

রাগিণী ললিত বিভাস।—তাল এক তালা।

তোমারে যে জন, করেন গ্রহণ, তাহার কখন ভাল নাহি হয়।

তুমি সর্ব্বনাশী, বঙ্গভূমে আসি, নাশ রাশি রাশি মানব নিচয়।

যে দিকে যেখানে হেরি বঙ্গভূমে, সে দিকে পূর্ণিত তোমারই ধূমে; ধরি মায়া বেশ, নাশ বঙ্গদেশ তোমারই তরে হাহাকারময়।

যকৃত প্লীহাদি শ্বাস কাশ যত, সাংঘাতিক রোগ আছে নানা মত; সেই সমুদয়, তোমা হতে হয়, আহা কত তায়, মরে জীবচয়।

ওরে সুরা তোর হেরে অত্যাচার, বসে বঙ্গ-মাতা কাঁদে অনিবার; নীরবে নির্জ্জনে, ব্যাকুলিত মনে, সে দুঃখ হেরিলে বিদরে হৃদয়। ১০২।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।—তাল একতলা।

ওরে রাম কেমনে দি বিদায় এ প্রাণে। এক-বার আয়রে কোলে, (সাধনের ধন আমার সর্ব্বস্ব ধন) ও বাপ তোর শোকে তোর পিতা পড়ে ধরাসনে।

কত যাগ যজ্ঞ করে, পেয়েছি বাপ তোরে, রাজা হবি বসবি সিংহাসনে, কে সাধিল বাদ,

হল হরিবে বিষাদ, বুঝি অন্ধমুনির সাঁপ ফল্‌লো এত দিনে।

তোর কুণ্ডল হার মণি, কৈরে রঘুমনি, নূপুর দুখানি কৈ চরণে; ছিন্ন ভিন্ন বেশ, ছিন্ন ভিন্ন চাঁচর কেশ, ও বাপ কেমনেতে যাবি সে কঠিন কাননে।

তোর জটা বাখল হেরে, মন প্রাণ বিদরে, এমন কষ্ট অঙ্গে দিলে কোন্ প্রাণে; তোর বিদায় শুনে, আমার বক্ষে শেল হানে, ও বাপ তুই কেন রে যাবি আমি যাই সে বনে।

মায়ে দিয়ে মনস্তাপ, যেওনা রে বাপ, দিব জলে ঝাঁপ কাজকি এ প্রাণে; তুই গুণের নিধি, বুঝি বাম হল বিধি, হল সুদিনেতে কুদিন যদুদাসে ভনে। ১০৩।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

অয়ী সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল।
বাল্যার্ক সিন্দুর ফোটা কে তোমার শিরে দিল।

হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে, কে শিখাল এই হাসি কেবা সে যে হাসাইল।

ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে, বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে; কমল নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ, কার তরে ঝরিতেছে প্রেম অশ্রু নিরমল।

এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন, তব দরশন মাত্র পাইল নবজীবন; বারেক আমারে তুমি, দেখাও যদি দেখি তাঁরে, হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল। ১০৪।

বাউলের সুর।

পুরবাসী রে, তোরা যাবি যদি অমৃত নিকে-তনে চলে আয়।

থাকুক যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কাজ নাই।

তোদের মর্ম্মব্যথা আর না রহিবে, রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে, একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেমমুখ সব দুঃখ দূরে যায়।

আর কত দিন সেই মায়েরে ভুলে, থাকৃবি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে, (তোদের) কোলে নেবার তরে, সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায়। ১০৫।

সুর ঐ।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাষে, যেতে স্বদেশে।

আমার ধন মান পরিজন, কাজ নাই গৃহবাসে।

আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতা মাতাহীন; কবে যাবে জ্বালা প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।

আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাকৃব

বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে; আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।

এবার পাইলে সেই হারান রতন, রাখ্‌ব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন, যাবে জন্মদুঃখির সব জ্বালা প্রেমবারি পরশে। ১০৬।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ধিমে তেতালা।

এমন দিন না রবে তা জান।

এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।

চির দিন, রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে। ১০৭।

বাউলে সুর।

ফকিরী লওয়া বড়ই কঠিন। ফকির পথের তৃণ হতে দীন।

বেশেতে হয়না ফকিরী, বাক্যের ফকিরী কেবল শঠের চাতুরী; ও মন ষড়রিপু দমন করে হতে হয় রে দীনহীন।

নিত্য সুখে সদাই তার আশ, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট সম বিষয় ভোগ বিলাস; মন অন্ন বস্ত্রের অভাব হলেও হয় না তার বদন মলিন।

মান অপমান হইবে সমান, মিষ্ট বাক্য পরুষ বচন হবে সমজ্ঞান; ও মন বিনয় প্রণয় হৃদয় ভূষণ, করে রাখ্‌তে হবে চির দিন।

সাধু হওয়া সামান্যত নয়, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিনয়ী হতে হয়; ও মন পিতার ক্ষমা স্মরণ করে হতে হয় প্রেমের অধীন।

সেই ফকিরী করিব গ্রহণ, সদানন্দে ভবের মাঝে কাটাব জীবন; এখন ত্বরায় এনে দাও দয়াময় সেই প্রার্থনীয় শুভ দিন। ১০৮।

রামপ্রসাদী সুর।

আর কি কারেও ভয় করিব। আমি হইয়ে বিশ্বাসী ভক্ত ঐ চরণ তলে পড়ে রব।

অবিশ্বাসীর যে যাতনা, প্রাণ থাকিতে ভুলিবনা, এবার অভয় পদে প্রাণ সঁপে নির্ভয় হয়ে বেড়াব।

বিড়ালের শাবকের মত কেবল মা বলে ডাকিব ; তুমি যে ভাবে যথায় রাখিবে সেই ভাবে তথায় থাকিব।

নিজের উপর নির্ভর করে পড়েছিলাম বিষম ফেরে, এখন তোমার সংসার তোমায় দিয়ে গৃহস্থ বৈরাগী হব। ১০৯।

সুর ঐ।

যদি চাও হে সুখ এ জগতে। হবে সংসারী বৈরাগী হতে।

উদাসীন বৈরাগী হলে, কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে ; সুখসিন্ধু ছেড়ে যে জন যায় সে মরে দুঃখ পিপাসাতে।

অর্থনাশ বা স্বজন বিয়োগ এরূপ কোন ঘটনাতে ; যারা হয়েছে শ্মশান বৈরাগী সুখ নাই তাদের অন্তরেতে।

বিরক্ত বৈরাগী হলে, পাবে না সুখ কোন স্থলে, সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায় যেও না মরুভূমিতে ।

“ মর্কট বৈরাগ্য ” তুমি করোনা মন লোক দেখাতে ; ওরে “স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকার্ত্তিতে ।” ১১০ ।

বাউলে সুর ।

কেন রে মন অকারণ । কি হবে কি খাবে বলে ভেবে মর অনুক্ষণ ।

গর্ব্ভশয্যা তেজে ধরায় ভূমিষ্ঠ হলে যখন, ভাব কার কৃপাতে মাতৃস্তনে দুগ্ধ পেয়েছ তখন ।

তদবধি যখন যাহা হইতেছে প্রয়োজন, ভাব কে তোমায় তা মুক্তহস্তে করিছেন পরিবেশন ।

জগৎপতির অক্ষয় ভাণ্ডার খোলা আছে সর্ব্বক্ষণ, তাতে অভুক্ত থাকে না কেহ কল্লে আতিথ্য গ্রহণ । ১১১ ।

রাগিণী লুমঝিঁঝিট। তাল আড়া।

এ সকলি কিছু দিন, কেবল মায়ারি অধীন।
জীবন যৌবন সম্ভ্রম, সকলি মায়ারি ভ্রম,
প্রফুল্ল কমল সম নিশিতে মলিন। ১১২।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়াঠেকা।

ওরে ভ্রান্ত মম মন। এ দেহের ঐ পরিণাম কর দরশন।

সুবর্ণে মণ্ডিত করি, সুচিত্র যে দেহপুরী, সদা সুদর্পণে হেরি ভাবিত সে চির ধন; যতনে রাখিত যারে, সুবর্ণ পর্য্যাঙ্কোপরে, কাষ্ঠ সহ দগ্ধ করে ঐ দেখ হুতাশন।

এখন কোথা প্রিয় পরিবার, কোথা দম্ভ অহঙ্কার, সুসজ্জিত গৃহ দ্বার কোথা রহিল এখন।

নিশ্চয় এইরূপে কবে, তোমাকেও যাইতে হবে, অতএব নম্রভাবে কর নিজ আয়োজন; এই যে পার্থিব দেহ, সঙ্গে নাহি যায় কেহ, অতএব অহরহ কর ধর্ম্মধন উপার্জ্জন। ১১৩।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

অবিদ্যা ঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।
অহমেতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারম্বার।
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড, শশকা করকা বর্ষে মোহ বারিধার।
পড়িয়ে দুর্য্যোগে হরি, অন্ধ পথ কিছু না হেরি দেখি কদাচিত চিত তড়িৎ সঞ্চার; দুঃখশনিতে মূর্চ্ছিত, কভু ভ্রমে মুদান্বিত, এ যাতনা অকিঞ্চনে হরি না দিও আর। ১১৪।

বাউলে সুর।

আর কেন মন দেরি কর। সংসার আসক্তি ছেড়ে বৈরাগ্য সাধন কর।
পড়ে সংসারানলে, রাত্রি দিন মর জ্বলে, কত সুখ বৃক্ষতলে, গিয়ে একবার দেখ; তথায় নীরবে সব তরুলতা, শিখাইছে সহিষ্ণুতা, ফল ফুল ছায়াদানে তুষিতেছে নিরন্তর।

যাদের আপনার বলে, রয়েছ মায়ায় ভুলে, এক দিন তাদের সঙ্গে হবে ছাড়াছাড়ি ; যিনি চিরকালের সহায়, মন ভাল বাস্‌তে শেখরে তাঁয়, প্রেমিক বৈরাগী হয়ে মিছে মায়া পরিহর।

যা হবার হয়ে গেছে, কেন আর ভাব্‌না মিছে, ভাব্‌লে পর গত সময় ফিরেত আস্‌বে না ; এখন ত্যজ্যে বিলাস ভোগ বাসনা, মন কর কর যোগ সাধনা, ভক্তদের সঙ্গে চল হয়ে তাঁদের অনুচর। ১১৫।

রাগিণী নারায়ণী।—তাল জৎ।

ভজরে ভজরে ভবখণ্ডনে। ভজরে বিশ্বজন বন্দনে।

জগতরঞ্জন ভকতচিত্ত বিনোদনে, মোদনে, পালনে, তারণে, প্রণতজন সৌভাগ্যজননে।

শুদ্ধসত্ব জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত প্রাণে ; অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বতঃ বিভু

কৃপানিধানে; পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত পাতক-নাশনে, সর্ব্বলোকাশ্রয় প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে। ১১৬।

কীর্ত্তন।

দয়াময় নাম ভুল না রে মন। এ নাম চির-দিনের শান্তি ধন।

নামের কত মহিমা, আর কেহ জানে না, মহা-পাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় জানা; পাপীর নয়ন ভাসে আশার জলে করিলে নাম উচ্চারণ।

পাপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকেনাক আর, ভক্তিভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার; পাপী আনন্দেতে ঊর্দ্ধ্ব মুখে, করে এ নাম আস্বাদন।

নামের কত করুণা, কারেও ঘৃণা করে না, পাপী সাধুর ভেদাভেদ এ নাম জানে না; সদা স্নেহভরে সমভাবে, করে সবে আলিঙ্গন। ১১৭।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

মন কে বল গুরু সংসারে।

বিনা জ্ঞানময়, পিতা দয়াময়, যিনি অন্তর্য্যামী সকল জেনে উপদেশ দেন অন্তরে।

বেদ তন্ত্র পুরাণ পড়ে বহুতর, জ্ঞানবলে মন কয় অহঙ্কার, প্রলোভন এলে জ্ঞানবল লয়ে কি হবে তখন বল; পাপকূপে পড়ি কর হায় হায়, কে তারিবে তোমায় দেখি নিরুপায়, কত গুণী জ্ঞানী হয়ে অভিমানী ডুবিল পাপসাগরে।

গুরু বলে তাঁর লও রে শরণ, অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন, পিতার চরণে থাকরে পড়িয়ে শুনিবে মধুর বাণী; বিপদ সম্পদে পাবে উপদেশ, না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ, মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে যাবে ভবার্ণব পারে।

উপদেশ তিনি দেন নিরন্তর, তাহা না পালিয়ে বধির অন্তর, পাপে তাপে ডুবে কর হাহাকার ওরে ভ্রান্ত মম মন; তাঁহার আদেশ মস্তকে

ধরিয়ে কর হে পালন জীবন সঁপিয়ে, গুরুমন্ত্র তাঁর, শুন নিরন্তর, না রবে পাপ আঁধারে। ১১৮।

আউলে সুর।

কোথা যাস্‌রে ভাই তাঁর অন্বেষণে বল্‌ দেখি আমায়।

যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতর প্রাণে, ঘরে বসে সে যে পায়।

গলায় আছে গলার হার, কোথা যাস তাঁর তরে আর, ভাব বুঝে ওঠা ভার; দেখ্‌রে প্রেম-নয়নে, হৃদয়ধনে হৃদয় মাঝে পাবি তাঁয়। ১১৯।

রাগ ভৈরোঁ।—তাল ঠুংরি।

গা তোলো পুরবাসী, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম কর গান।

কর হে ভজন, করহে সাধন, করহে চিত্ত সমাধান।

অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে, দয়াময় নামরস কর পান।

ভজহে দয়াময়, পূজহে দয়াময়, দয়াময় রূপ কর ধ্যান।

শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময় নাম বল অবিরাম।

অনলে অনিলে, অচলে সলিলে, দেখরে দয়াময় বিরাজমান।

নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে, দেখহে দয়াময় বিরাজমান।

ভূতলে গগণে, অরুণ কিরণে, দেখহে দয়াময় বিরাজমান।

তরুলতা নীরবে, পশুপক্ষি মানবে, গাইছে সকলে দয়াময় নাম। ১২০।

কীর্ত্তন।

ব্রহ্ম সনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাক।

সবে মিলে খুলে দাও হৃদয় দুয়ার; মানব জনম সফল কর স্মরণে পিতার।

নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন; দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ।

ছিন্ন হবে হৃদয় গ্রন্থি স্মরণে তাঁহার; নব জীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার।

ত্যজি মোহ কোলাহল কর নাম সার; স্মর নাম জপ নাম কর গলার হার।

দয়াময় দয়াময় বল অনিবার; বল দীনবন্ধু দীননাথ কর হে উদ্ধার।

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে কর তাঁর ধ্যান; নাম গান নামানন্দরস কর পান।

ব্রহ্মযোগে যোগী হয়ে জাগ দিবানিশি; জেগে অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মূরতি।

প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই; ঐ চরণ বিনা এ সংসারে আর গতি নাই।

প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হওরে মন; ভক্তিভরে

(দেখ যেন ভুলনা রে) (ওরে প্রণমিয়ে অবোধ মন রে) (জেগে যেন ঘুমাইও না রে) অভয় পদ কর আলিঙ্গন। ১২১।

রাগিণী হাম্বির।—তাল আড়াঠেকা।

তুমি জ্ঞান নিকেতন, সর্ব্বশক্তি গুণাকর, অচিন্ত্য রচনা এই নিখিল জগতাধার।

কি আকাশে কি ভূতলে, কি সাগরে কি অচলে, চরাচর এক শৃঙ্খলে ধরেছ হে সর্ব্বাধার।

ঘূর্ণিত তারকাগণ, মধ্যেতে স্থির তপন, ভীম আকর্ষণ সূত্রে নিবদ্ধ সকল; অদ্ভুত কৌশল ক্রমে, ভ্রমিছে যথা নিয়মে, ভূকম্প ঝটিকা বজ্রে, তিলেক নাই ব্যভিচার।

অসীম শক্তি কৌশলে, বায়ু অগ্নি ক্ষিতি জলে, পরস্পর মনোহর, সংযোগ বিধান; সচল অচলে জড়িত, জড় চৈতন্যে মিলিত, জীবনে নাশের বীজ, নাশে জীবন সঞ্চার।

দশদিক্‌ জল স্থল, অসীম নভোমণ্ডল, সূক্ষ্ম স্থূল প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ সব; প্রত্যেকের জননী হয়ে, বসে আছ কোলে লয়ে, যার যেই প্রয়োজন, যোগাইছ অনিবার।

কালের প্রবাহ কিবা, ক্রমাগত রাত্রি দিবা, ঋতু শ্রেণী পুনঃ পুনঃ করে গতায়াত; এই ভাবে অনন্তকাল, এই সংসার বিশাল, হতেছে অতি-বাহিত, ইচ্ছায় নাথ তোমার॥ ১২২। ঠা ১০ (৮

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ; তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।

জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক, তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।

তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান, তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম।

পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম, তব পায়ে শত বার, করি প্রণাম করি প্রণাম। ১২৩।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

পিতা কও কথা, তোমার কথা শুনে তাপিত প্রাণ করি শীতল।

ঐ শ্রীমুখের বাণী শুনিবার তরে, তোমার শ্রীচরণে আমি লইয়াছি শরণ।

এই সংসার মাঝারে পথ হারা হয়ে, কাঁদিতেছি পিতা একা নিরাশ্রয়ে; বল বল পিতা কোন্ পথে গেলে, তোমার চরণ তলে আশ্রয় পাইব।

বিজ্ঞান দর্শনে শাস্ত্র আলাপনে, তৃষিত হৃদয় তৃপ্তি নাহি মানে; তাই বলি ও গো পিতা, ঘুচাও মনের ব্যথা, সদা গুরু হয়ে শিক্ষা দাও হে অন্তরে॥ ১২৪।

কীর্ত্তন।

প্রভু দয়ার সাগর।

দয়ার সাগর প্রভু, প্রেমের সাগর।

একবার দাঁড়াও আমার বক্ষস্থলে, আমার সকল পাপ যাক্ চলে।

যদি চন্দ্র সূর্য্য যায় চলে, তবু তোমার দয়া নাহি টলে॥ ১২৫।

রাগিণী জয় জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবনরাজ দেব দেব, জ্ঞান যোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।

ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ, প্রাণ প্রাণ হৃদয়নাথ ভুলনা রে তাঁরে।

রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে, তাঁর গুণ একতানে, গায় ত্রিভুবনে; ভয় কি অভয় দানে, তোষেন জগত জনে, ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে ১২৬।

কির্ত্তন।

পিতা খোল দ্বার, এসে দেখ হে দয়ার নিধি, অপরাধী সন্তানে।

আমি সেই তোমার পাষণ্ড সন্তান, করে, অপমান, দগ্‌ধিয়াছি বারে বারে পিতা তোমার প্রাণ; আমার কোথাও কি আছে সুখ, ত্রিসংসার হয়েছে বিমুখ, তোমার প্রসন্ন মুখ তোল পিতা হেরি একবার নয়নে।

আমার অস্থি চর্ম্ম হয়েছে গো সার, দেখ্‌তেছি আঁধার, অনাহারে পিপাসায় প্রাণ কচ্ছে হাহাকার; পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে, কখন কেউ না যায় ফিরে, আমি পুত্র হয়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে।

তুমি নিজে প্রাণ দিয়েছ আমায়, কি বলব আর, তাই ভেবে তোমার কাছে এলাম গো আবার; আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর সন্তান বলে, আজ সাধ পূরে একবার পিতা লুটাই তোমার চরণে। ১২৭।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

হৃদয় কাঁদিতেছে তাই। এই বিপদ সময়ে তোমারে না পাই।

একে পাপনালে অন্তর শুকায়, অন্য বিড়ম্বনা কেন আর তায়, আমি স্বতঃ পরতঃ পড়েছি ঘোর দায়, আমার আর কেহ নাই হে।

ওহে শৈশব না যেতে, কলঙ্কের হাতে, সঁপেছিলাম আমি দেহ মন প্রাণ; আমার যত দুরাচার, যত দুঃখ ভার, তব চক্ষে বিদ্যমান হে; দুর্জ্জন সন্তানে, অসহায় জেনে, আনিলে এখানে নিজ দয়াগুণে; আমি নিজ অহঙ্কারে, এত দিন পরে, যেন তোমায় না হারাই হে। ১২৮।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

পিতঃ ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।

না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকর্ম্ম কত, হেলায় সুপথ ছেড়ে, হয়েছি কুপথগামী।

স্বাধীনতা মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি, পাঠালে ভবের হাটে সুধা কিনিতে; হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে, কিনিলাম সে মহা রত্নে, পাপ তাপ দুঃখরাশি। ১২৯।

রাগিণী ছায়ানট।—তাল আড়া।

সঁপিলাম নাথ, প্রাণ মন আজ তোমার মঙ্গল চরণে।

জেনেছি জেনেছি নাথ মঙ্গলদাতা, পিতা পাতা, সুখদাতা, নাহি আর তোমা বিনে।

ধর হে ধর হে নাথ, এই অধম সন্তানে, লও হে অভয়দাতা তব শান্তি নিকেতনে॥ ১৩০।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

হবে এই ভিক্ষা দিতে।

যায় যেন প্রাণ তোমার দেখিতে দেখিতে।

যদি কৃপা কোরে দীনে, দিলে স্থান ও চরণে, ছাড়িব না ও চরণ, এ প্রাণ থাকিতে।

তোমার প্রেমের দ্বারে, যেই যায় নাহি ফেরে,
দিও প্রভু তব গৃহে দাসত্ব করিতে ॥ ১৩১।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল তিওট।

দেও অভয় পদ এ বিপদ কালে হে।
পাপানলে পড়ে প্রাণ যায় হে, দিয়ে দরশন
বাঁচাও বিপন্ন জনে।
ঘোর বিষয়ের বনে, অন্ধ হয়েছি নয়নে, সময়
পেয়ে শত্রুগণে, বুঝি বধে জীবনে।
ঘোর বিপদ সময়, ডাকি তোমায় দয়াময়,
দেও কাতরে আশ্রয়, এই মিনতি চরণে ॥ ১৩২।

কীর্ত্তন।

নাম তোমার দয়াল প্রভু, আমি শুনেছি হে।
আমি তাই শুনে এসেছি হে নিতে পদাশ্রয়।
ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্ণায় মরে, দেখ দয়াময় ;
এবার শান্তিবারি দিতে হবে, ছাড়্‌বনা তোমায়।

কত যে পাপ করিয়াছি ঢাক্‌ব কি তোমায়, সে সব অন্তর্যামী পিতা তুমি জান্‌ছ সমুদায়। তোমা বিনা আমার প্রভু কেহ নাই আর, কে করে মোচন, এ পাপীর নাথ, মস্তকের ভার॥ ১৩৩।

বাউলে সুর।

দীননাথের চাইতে হবে।

এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে।

যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর, তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন হে কাঙ্গালের ঠাকুর; যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকত বৎসল; তোমায় মনে হলে, পাষাণ গলে, (ও রূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে॥ ১৩৪।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

তোমার চরণ বিনা গতি নাহি এ সংসারে।

প্রবল সংসারাঘাত সহিব কাহার বলে।

কৃপা করি কৃপাময়, হে মহাপাপীর আশ্রয়, চরণ কর রক্ষণ, মম হৃদয় কুটীরে।

পরীক্ষাতে জানিয়াছি, নিজের মনের বল, তাই নির্ভর করেছি তোমার চরণোপরে। ১৩৫।

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়াঠেকা।

তোমা বিনা কে বুঝিবে মনোবেদনা।
কারে কব কে আছে আর সংসার মাঝে।
উৎকণ্ঠিত ভয়াকুল, অনুক্ষণ আছে হৃদয়,
সন্তানে করুণা করি কর কর অভয় দান॥ ১৩৬।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা

তাই ভাবি হে মনে, কেন অকারণে পাপী জনের প্রতি এত করুণা।

তোমার কৃপায় ধরি হে জীবন, তবু তোমায় করি অবমাননা।

তোমারি অন্নেতে শরীর পোষণ, তোমারি জলেতে তৃষ্ণা নিবারণ, তবু তোমার দয়া না করি স্মরণ, এত পাপী জনেও ঘৃণা কর না।

এতই যদি দয়া কর অকারণ, নিজ গুণে একবার দেও দরশন, আর যেন তোমায় না হই বিস্মরণ, এই ভিক্ষা দিয়ে পূরাও বাসনা। ১৩৭।

বাউলে সুর।

ওহে দীনকাণ্ডারী চাও একবার দীনে।

যাদের সঙ্গে এসেছিলাম হে, সবাই গেল ফেলে; কেউ নিলে না হে সঙ্গে করে এই দীনহীনে।

দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে হে, পারে যাব বোলে; আর কে করিবে পার, তোমা বিনা এ সম্বল বিহীনে॥ ১৩৮।

সুর ঐ।

কি বলে তাঁর দিব পরিচয়।

তিনি দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি, দেখলে নয়ন শীতল হয়।

কোটি সূর্য্য এক করিলে তুলনা তাঁর নাহি হয়, তিনি অনন্ত আকাশে পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোকময়॥ ১৩৯।

কীর্ত্তন।

একবার দাঁড়িও এসে, ওহে ভবের নাবিক দীননাথ, ভবের কূলে সেই দিন হলে।

চরণতরী দিও মোরে দেখে অসহায়, পাপীর তোমা বই কে আছে আর অকূলে।

চক্ষু হবে অন্ধ, কণ্ঠ হবে বন্ধ, তখন দয়াল নাম পারব না নিতে; মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুলে যাব তোমায় দিও সেই সময় স্থান ও চরণতলে॥ ১৪০।

আর কত কাল, পিতা বল গো কাঙ্গালের পানে, পাপী বলে ফিরে তুমি চাবে না।

পিতা পাপী দ্বারে, ডাকে কাতরে, একবাঁর দেখ চেয়ে, দয়া করে চরণতলে রাখ আমারে; নাথ দুরন্ত রিপুগণে, বধে গো তোমার সন্তানে, তোমার কৃপা বিনে, হে দয়াময় পাপীর প্রাণ আর বাঁচে না।

পিতা বল সে দিন হইবে কখন, পেয়ে ও চরণ, জুড়াইব অনেক দিনের জ্বলন্ত জীবন; পড়ে রইলাম গো তোমার দ্বারে, সময় হলে চেও ফিরে, আমি জেনেছি ঐ চরণ বিনা মনের আগুণ নিব্‌বে না॥ ১৪১।



রাগিণী লুম্ ঝিঁঝিট। তাল আদ্ধা।

তোমা বিনে কি আর সুখ আছে মম এ জগতে। তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিতে।

পদ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য স্থানে যাইতে,
কর নাহি করে স্পৃহা তব দ্রব্য ব্যতীতে।
কর্ণ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য কথা শুনিতে,
রসনা বাসনা করে তব গুণ গাইতে।
হৃদয় চাহে তোমারে প্রেম আলিঙ্গন দিতে,
নয়ন চাহে সর্ব্বদা যথা তথা দেখিতে ॥ ১৪২।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।—তাল একতালা।

দয়াময়, একবার এ সময়ে, দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।
আমার ভবের খেলা হলো, সকলি ফুরাল,
এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।
দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্ক, তাই
ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে;
আমায় দাও হে চরণতরী, ও ভবকাণ্ডারী,
নতুবা হে ডুবি এ পাপ তুফানে। ১৪৩।

ঐ।

দীনবন্ধু, তোমায় সেই দিনে হে দেখ্‌ব কেমন বন্ধু তুমি।

কে পার কর্‌বে হে আমারে, শমনের দ্বারে, যে দিন গিয়ে বন্ধন পড়বো হে আমি।

ওহে তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেমে বুঝি হবে না প্রেমী; তুমি নির্ব্বিকার নির্ম্মল নিত্য বস্তু কিন্তু ও দীননাথ; তোমার শঠ সরল সমান হে অন্তর্যামী।

ওহে তুমি প্রাণ-বল্লভ, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী; একবার সেই দ্বারে হে, যদি না দাঁড়াবে (ওহে শমন-দমন) তবে কি হবে উপায় হে হৃদয়-স্বামী। ১৪৪।

রাগিণী বিভাস।—তাল জৎ।

বড় আশার কথা শুনেছি নাথ কি দিব আজ

তোমারে। সকল আশা পূর্ণ হবে স্বর্গে যাব সশরীরে।

শুনেছি সব ভক্ত জনে, গোপনে নির্জ্জন সাধনে, হৃদে পেয়ে তোমা ধনে ডোবেন আনন্দ সাগরে; তেমনি প্রেমে মত্ত হয়ে, তোমার সব দুঃখিনী মেয়ে, কবে তোমায় হৃদে পেয়ে স্বর্গ পাবে এ সংসারে। ১৪৫।

রাগিণী বসন্তবাহার।—তাল ধিমে তেতালা।

কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল। তোমা হেন সখা কে আর কে আর আছে বল বল।

বহু দিন ভগ্ন ঘরে, বাস করেছি অনাহারে, কৃপা করে যদি দেখা দিলে দয়াময়, চরণধরে সকাতরে বলি হে তোমায়, এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল।

কত দিন কত ক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে, শুভক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন; অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব কেমন; পূরাইলে সকল আশা প্রদানিলে কত ফল।

উৎসবেতে পাপী সনে, বসিলে হে একাসনে, দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে; প্রাণান্তে সে সব যেন কভু ভুলিনে, এবার যেন নব বর্ষে সকল আশা হয় সফল। ১৪৬।

কির্ত্তন।

প্রভু তোমার বিচারে যা হয়, এবার আমায় তাই কর। আমি সকল ছেড়ে সার করেছি তোমার চরণ আশ্রয়।

প্রভু তোমার নামের গুণে বোবায় নাকি কথা কয়; আবার পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি অন্ধ চক্ষে দেখ্‌তে পায়। ১৪৭।

বাউলে সুর।

আমায় দেও হে নাথ তোমার ঐ চরণ।
পারি না যে এ পাপ জীবন করিতে বহন।
প্রেমামৃত হাতে লয়ে, হৃদয়দ্বারে দাঁড়ায়ে, ডেকেছ প্রতি সময়ে, করি নাই শ্রবণ (ও গো পিতা)।
চরণতলে পড়ে থাকি, পদধূলি গায়ে মাখি, পাপ তাপ দূরে রাখি, জুড়াই গো জীবন। (ও গো পিতা)। ১৪৮।

মধুকাণের সুর।—তাল কাওয়ালী

মা আমারে কর কোলে ; কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে।
সয়েছি যাতনা যত, বলে তা জানাব কত, জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে।
এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার, ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদ্‌কমলে। ১৪৯।

ঈশ্বরের এক শত আট নাম।

বল বল বলআনন্দ সবে।
জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত অক্ষর;
অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয়।
জয় অগতির গতি, অখিলকারণ;
অরূপ, অনাথবন্ধু, অধম তারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙ্গালশরণ;
কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন।
জয় গতিনাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময়;
চির সখা, চিন্তামণি, চিদানন্দময়।
জয় জগত আধার, জীবের জীবন;
জগন্নাথ, জ্যোতির্ম্ময় জগতপালন।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্যভঞ্জন;
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, দুর্ল্লভ রতন।
জয় দরিদ্রপালক, দেব, দয়াময়;
জয় ধর্ম্মরাজ, নিত্য, নিখিল আশ্রয়।

জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন ;
নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, নয়ন অঞ্জন।
জয় পিতা, পাতা, প্রভু পতিতপাবন ;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ডদলন।
জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয় ;
প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র প্রেমময়।
জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্ন বদন ;
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতি প্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ ;
বিজয়, বিধাতা, বিভু, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকত বৎসল, ভুবনমোহন ;
ভবকাণ্ডারী, ভূমা, ভবভয়হরণ।
জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয় মহান্ ;
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিধান।
জয় যোগেশ্বর, শুদ্ধ, শান্তির আকর ;
শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভূ, সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্গুরু, সারাৎসার ;
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।

জয় সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বারাধ্য, সুখময় ;
সুধাসিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, সত্য, সনাতন ;
জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন। ১৫০।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল আড়াঠেকা।

তোমারি কৃপায় পিতা তব পুত্র কন্যা আজি, মিলিত হইল নাথ শুভ বিবাহবন্ধনে।

এই দম্পতী হৃদয়ে, চিরপ্রেম প্রকাশিয়ে, মঙ্গল বিধান কর, স্নেহ আশীর্ব্বাদ দানে।

তোমার ধর্ম্ম পালনে, নবদম্পতীর মনে, উৎসাহ স্থাপন কর স্বর্গীয় বল বিধানে। ১৫১।

সংস্কৃত সঙ্গীত।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

ভজরে সত্যং, জ্ঞানমনন্তং, আনন্দরূপ মমতং ;
শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

ইহ সপ্তসাগরনীরে, কুরু রে অবগাহনং, প্রাণ মন হৃদয় জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং।

ইহ সপ্তকুসুম-সপ্তমালায়াঃ, কুরু রে কণ্ঠে ধারণং, প্রাণমনোহৃদয়জীবনং, ভবিতা পুণ্য-ভবনং। ১৫২।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

পিব রে হরিনামামৃতরসং, রসমেবহি সুরসং। রসনে! রসসদনে, কুরু রে ক্ষণমলসং।

কথমিক্ষুং পরিবাঞ্ছসি, চ্যুতম্বা পনসং, দধিদুগ্ধ ঘৃতস্তদেব ত্যজ রে খলু বিরসং। ১৫৩।

রাগিণী ঐ।—তাল একতালা।

হরিনামমাত্রকেবলং।

তনুতে কলৌ সকলং ফলং।

দানেন কিং, ধ্যানেন কিং, যোগেন কিং তন্নিষ্ফলং।

নাম্নি সুখস্তবতি, প্রীতিং সঞ্চরতি, অধমজন-
তারণং হরের্নামৈব কেবলং। ১৫৪।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ।—তাল কাওয়ালী।

বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎসুখ পরিপূর্ণং। আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতীতং, স্মর পরমেশং তূর্ণং।

গচ্ছদপাদং, বিগতবিবাদং, পশ্যতি নেত্র-বিহীনং; শৃণ্দকর্ণং, বিরহিত বর্ণং, গৃহ্ণদহস্তমপীনং।

বেদৈর্গীতং প্রত্যগভীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং; অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং।

ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং; বিতত বিকাশং জগদাবাসং, সর্ব্বোপাধি-বিভিন্নং। ১৫৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

পঙ্কজদলগতজলমিব, চঞ্চলমিহ জীবনং। স্থাস্যতি নহি, যাস্যতি কিল, কুরু হরিপদচিন্তনম্।

কুসুমোপমমিহ সীদতি, তব সুন্দরযৌবনং, গর্ব্বংজহি খর্ব্বং কুরু, সর্ব্বংহি ভববন্ধনং।

স্বপ্নোপম ধনজনগেহ, দারাদিকবান্ধবং, সঙ্গং ত্যজ রে ভজ রে, ভজ হরিপ্রাণবল্লভং।

পরিহর রে পাপজনকং, ভোগঞ্চ রোগাস্পদং, যোগং কুরু যোগেন হি, প্রাপ্স্যসি চিরসম্পদং। ১৫৬।

রাগিণী ঐ।—তাল মধ্যমান।

বসতু মম মানসে তব চরণং।

হরতু তাপমলং বিতরতু পরে ত্বয়ি ভজনং।

ভবতু নিমিত্তমহো তব গুণকথনে, বিশতু হৃদয়ে পুনঃ বিগুণিতমননে, দিশতু মম মানসে দীনশরণ! তব পথোঽনুদিনমনুসরণং।

অপনয়তু পাপচয়ং কুমতিমভিমানং।
স্ফূরতু তদত্র সদা কলুষকুলমথনং। ১৫৭।

রাগিণী ঐ।—তাল ঐ।

নাথ! কোহি তব তত্ত্ব মবিশেষং।
হৃদি নিদধাতিচ জহাতিচ খেদমশেষং।
বিনা কৃপাকণয়া, স্ফূরতি ন হৃদয়ে, তত্ত্ববিদোঽপি ভজনরসলেশং।
বিতর করুণা মহো ময়ি অতিদীনে, ভজন পুজনাদিকশরণবিহীনে, পারয় ভব জলধৌ, বারয় মম মনসঃ, সংসৃতিবিষয়বিনিবেশং। ১৫৮।

রাগিণী মূলতান। তাল আড়াঠেকা।

ময়ি দীনে কুরু করুণালেশং।
বিবুধবিভাবিতচরণসরোরুহ, হর মম ক্লেশমশেষং॥

হৃদয়নন্দন! মম যাচিতমেবং, বারয় কুমতি কলুষপ্রতিযানং, দীনজনস্য মম বহু দিনসঞ্চিত সুবিদিতদুরিতবিনাশং। ১৫৯।

রাগিণী ঐ।—তাল ঐ।

হরে কহি তব বেদ মহিমানং।

বিবুধোঽপি সুবিধুরো ন জানাতি তত্ত্বসন্ধানং।

তর্কবিদোঽপি বহুতর্কবচনাদনুমানং গায়তি ঋষিগণোঽপি বীণয়া গুণগানং।

নর্ত্তয়সীহ বহুতত্ত্ববিদং, বারয়সি প্রণতস্য বিষয়রসপানং।

মুহ্যতি করোতি কুমতিরহহ অভিমানং, নহি নহি মুঞ্চ মামবিবেকশরনশয়ানং। ১৬০।

হিন্দি সঙ্গীত।

রাগিণী লুম খাম্বাজ।—তাল ঠুংরি।

ক্যা শোচ মে হো কর্‌লে সওদা, জগ্‌দো দিন্‌কি হ্যার বাজরিয়া।

যব্ আওয়ে রবিসুত পাখড় লে চলে গা, ভুল পড়ে সব্ নাগরিয়া।

পানি ঘটা ঘটা পড় রসরি টুটি, এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।

গুণন্ গুণন্ সব পার উতার গেই, হাম নির-গুণ ভই বাঁওরিয়া। ১৬১।

রাগিণী আলেয়া।—তাল জৎ।

তু মেরে প্রাণ আধার। (প্রভুজী) নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেকবার জো বার। (প্রভুজী।

উঠত বৈঠত শোয়ত জাগত, এ মন তুঝেহি চিতারে; যো তুম কর, সোহি ফল হামারে, তুসি আগে সার। (প্রভুজী)

তু মেরে ওঠ বল বুদ্ধি ধন তুমহি, তু মেরে পরবার; সুখ দুখ সব মন কি বরেথা, পেক নানক গুরু চরণার। (প্রভুজী) ১৬২।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল জৎ।

দরমা দে খাঁড়ে দরবারা। তুঝ বিন সুরতে কৌন্ লে হামারা, দরশন দিজে খোলে কেওয়াড়া। তুম ধন ধনী, উদারা ত্যাগী, শ্রবণেন শুনিয়াত, সুযশ তোমারি; মাঙ্গ কিছুছে আওরে, রঙ্গ সব দেখ, তুমহি মেরে নিস্তারা।

জয়দেব নামা, বিপ্র সুদামা, তেন্‌কো কৃপা ভাঁই হ্যায় অপারা; কহেত কবীর তু সমরথ দাতা, চার পদারথ দেত অনিবারা। ১৬৩।

রাগিণী লুম খাম্বাজ।—তাল জৎ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া। উতারা গেয়া মেরে মন্‌কি সংশয়, যব্ তেরে দরশন পায়া।

অনাবোলাতা মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জপায়া; দুখ নাটে সুখ সহজে গমায়া, আনন্দে আনন্দ গুণ গায়া।

বাহু পাখড়ত কাঢ় লিনে আপনা গৃহ, অন্ধ কূপেতে মায়া; কহে নানক গুরো বন্ধন কাটে, বিছুরত আন মিলায়া। ১৬৪।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঐ।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী। মায় কুটিল খল কপট কামী।

জপ তপঃ নেম শুচ সংযম, এন বিধ নেহি ছুটে কার স্বামী; গরদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো, নানক নজর নেহার স্বামী। ১৬৫।

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়াঠেকা।

বরণো কঁহ কৌনসি মন কি। লোভ গ্রাস দশহু দিশ্ ধাবত, আশা লাগে ধন কি।

সুখকা হেতু বহুতা দুখ পাওয়েত, সেবা করত জনক জনকী; দ্বারে দ্বারে ছুঁহানু জ্যাসা ফেরত, নহি শুধু হরি ভজন কি।

মানুখ জনম অকারণ খোওয়াত, লাজ না লাগে লোক হাঁসন কি; নানক হর গুণ কেঁউ নেহি গাও রে, কুমতি বিনাশ মন কি। ১৬৬ ।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

তু দয়াল দীন হেঁা তু দানী হেঁা ভিখারী। হেঁা প্রসিদ্ধ পাতকী তু, পাপপুঞ্জহারী।

তু ব্রহ্ম হেঁা জীব, তু ঠাকুর হেঁা চেরো, তাত মাত গুরু সখা তু সববিধ হিত মেরো।

নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কৌন মো সো, মো সমান আর্ত্ত নেহি, আর্ত্তিহর তুসো।

তুহে মোহে নেত অনেক, মানিয়ে যো ভাত্তয়ে; যো তো তুলসী কৃপালু, চরণ শরণ পাওয়ে। ১৬৭।

রাগিণী দেশ।—তাল কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজরে প্রাণ। আরে, কাঁহাভি নেহি উয়াকে কই সমান।

শ্বেত না পীত না রক্ত না কারা, সকল সৃষ্টরচ সো প্রভু হামারা, এক ব্রহ্মকো হৃদে রাখ ধ্যান। ১৬৮।

রাগিণা খম্বাজ।—তাল ঠুংরি।

প্রভুজী আয় সো নাম তোমারো। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকল করত নমস্-কার। জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাচত চরণার বার। সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জীয়া-ধার। ১৬৯।

রাগিণী কালহ্যাংড়া।—তাল ঠুংরি।

হরি সে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই। আরে তেরা বিগাড়ি বাত বনি যাই।

অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই; শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মিরা বাই।

দৌলৎ দুনিয়া, মাল খাজানা, বণিয়া বয়েল্ চরাই; এক বাৎকে টণ্ঠা লাগে, খোজ খবর নেহি পাই।

অ্যায়সি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই; সেবা বন্দি আওর অধীনৃতা, সহজে, মিলি গোসাঞী। ১৭০।

রাগিণী ঐ।—তাল কাওয়ালী।

ইয়ে জগ দরশন কি মেলা হ্যায়। যো তু আয়ও ইহাঁ কুচ্ দেখ ফের, হাঁস্ জোর বোল বাতালে, পর এৎনা কহনা মন মেরা, যো করণা হো সো জল্দী কর, টুক দেরি নেহি ইয়ে দম্ কি, আউর জাদা নেহি মন্‌জিলা।

দিল্ ভর দেখ্ সঙ্কোচ মতি, ইয়ে মুরৎ মে ক্যা সুরৎ হ্যায়, এস্ বুঁদো জেস্ দরিয়া কি উঁহাই কি উঁহা মিল্ যাওয়েগী; ন টণ্ঠা হ্যায়,

ন বখেড়া হ্যায়, ন ঝগেড়া হ্যায়, ন ঝমেলা হ্যায়।

কোই বাপ্ বনা কোই বেটা, কোই চাচা ভাতিজা কহঁলাওয়েহেঁ ; কোই মিঞা আপনেকো জানে, কোই দাস্ আপনেকো মানে, কোই পীর মুরিদ্ কহঁলাওয়ে হেঁ, কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়।

ধন্য উয়ো কারীগর্কো, যেস্নে আপনা হাতসে সব্ বনায়া॥ ১৭১।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আদ্ধা।

মোকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, ময়তো তেরে পাশ্ মো। ন হোঁয়ে মো ঝগ্ড়ি বিগ্ড়ি, ন ময় ছুরি গড়াস্ মো, ন হোঁয়ে মো খাল রোমমে, ন হাড্ডি ন মাস মো।

ন দেবল মো ন মস্জিদ্ মো ন কাশী কৈলাস্ মো, ন হোয়ে ময় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো।

ন ছোঁয়ে মে ক্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো, খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা, পল্ ভরকে তলাস মো।

সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুঠিয়া মেরি মৌয়াস মো, কহত কবীর শুন ভাই সাধু (শান্ত) সব্ সন্তান কি সাথমো॥ ১৭২।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আদ্ধা।

তুঝ্‌সে হামনে দেলকো লাগায়া যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়। এক তুঝ্‌কো আপনা পায়য়া, যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

সব্‌কি মঁকা আওর দেল্ কি মঁকি তো, কৌন্‌সা দেল্ হ্যায় যেস্ মে নেহি তু, হরিয়েক্ দেল্ মে তুহি সমায়া, যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

কায়সা মোলায়েক্ কায়সা ইন্‌সান, কায়সা

হিন্দু কায়সা মোসলমান; যেয়সা চাহা তুনে বানায়া, যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

কাবা মে ক্যা আওর দয়ের মে ক্যা, তেরে পরস্তেস্ হ্যায়গী সব্ যাঁ; আগে তেরে শের সভোনে ঝোঁকায়া, যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

আর্শ সে লে ফর্স জমী তক্, আওর জমীসে আর্শ বরিঁতক্, যাঁহা মায় দেখা তুহি নজর আয়য়া যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

শোচা সমঝা দেখা ভালা, তু যেছা না কৈ ঢোঁড় নিকালা, আব্ ইয়ে সমঝ্ মে জফর কি আয়য়া, যো কুচ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়। ১৭৩।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল জৎ

নাম না লেয়েৎ গোঁয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বার।

দরশন কর না চাহিয়ে, তো দরপণ মাজ্ত্ রহিয়ে; বব্ দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই।

পার উতারা না চাহিয়ে, তো খেঁওটে সে মেল্ রহিয়ে; যব্ উতরি পাতরি গেয়া পারা, তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা।

দেখ কবীর জীকে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচ্‌কা তরণী; কা তরণীকা ফাঁন্দা ছুটে, তো রহস রহস যম্ লুটে।। ১৭৪।

রাগিণী কালহ্যাংড়া। তাল ঠুংরি।

তন্ মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুমে প্রেমকে বাণী, কহে কবীরা শুন্ ভাই সাধু ওহি সাঁচ্চা জ্ঞানী।

মানকা ফেরাকে জনম গোঁয়াই না গেয়া মন্‌কা ফের, হাত্‌কে মান্‌কা ডারকে আব্ মন্‌কা মান্‌কা ফের।

মালা ফেরাকে হরকো পাঁওয়ে, ম্যায় ফেরাওঁয়ে ঝাড়, জেরা পাথ্‌ল পূজকে হরকো পাওঁয়ে হাম্ পূজে পাহাড়। ১৭৫।

বৈষ্ণবদিগের গান।

তোমরা দু ভাই পরম দয়াল হে গৌর, গৌর নিতাই। তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে, নাকি নাম এনেছ গোলক থেকে।

তোমরা যারে তারে নাকি দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।

আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।

গৌর আমিত ভজনে খাট, তুমিত দয়াল বট॥ ১৭৬।

ফকিরী করবি পারবি রে মন। ছেড়ে সব খুটি নাটি ময়লা মাটি খাটি হবি রূপ চাঁদি যেমন।

ফকিরী নয় সামান্য, হতে হয় দীন দৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য কর রে দর্শন; পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে, পাবে অমূল্য নিধি, পরমতত্ত্ব মুক্তিধন। ১৭৭।

মিছে পরের ভাবনা ভেবে আমার পরাণ গেল। কিছু হলনা রে, ভবে আসা যাওয়া কেবল সার হল।

ঘৃতকুম্ভ লয়ে শিরে, যায় কত আশা করে, মুর্গী বেচে বক্‌রী কিন্‌ব রে ; বক্‌রির বাচ্চা বেচে কিন্‌ব গোরু, দুধ বেচে তায় কর্‌ব জোরু, লেড়কা ডাক্‌বে খানা খেতে, নেহি খাঙ্গা বাতে, মাথা নাড়তে কলসি ভেঙ্গে গেল।

পিতা পুত্র উভয়ে মরে, পিতা ব্যস্ত পুত্রের তরে, ঔষধ আনতে পথেতে মরে ; ও যার রোগ হইলে দেখায় বৈদ্য, নিবারিতে দেয় ঔষধ, (ও সেই কবিরাজ) আপনি চিন্তার জ্বরে মরে, চিকিৎসা না করে, ভেবে ভেবে তনু জরা হল। ১৭৮।



হরিনামের নাই তুলনা সদাই হরিবোল।

নামে অজামিল বৈকণ্ঠে গেল রে, তারে যম দূতে ছুঁতে পেলে না।

যদি বিষয়েতে সুখ পেত রে, তবে লালাজী (লালা বাবু) ফকীর হত না। ১৭৯।

আমি কেমন করে করি বল সত্যের সাধনা। আমায় সতত চঞ্চল করে রিপু ছয় জনা।

সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠির তার জানে মর্ম্ম, আমার হল বৃথা জন্ম জান্‌তে পাল্‌লাম না।

ছয় রিপুতে ঝগ্‌ড়া করে, আমার সত্যনাম না দেয় সাধিতে, জ্বালিয়ে মারে দিনে রাতে মতে চলে না।

পঞ্চভূতে করে ঝগ্‌ড়া দিলে ছারে খারে সোণার আখ্‌ড়া, মানব দেহের মালিক মাক্‌ড়া তাও চিন্‌লাম না। ১৮০।

ভবে কত দিন আমায় ঘুরাবে। সারা হলাম ভেবে; আমি দিবা নিশি ডাকি, শুনেও শুন না কি, এ অধমে ফাঁকি দিলে কি যশ হবে।

কোরে থাকি যদি অপরাধ ঐ পদে, শরণ নিলে মাপ হয় না কি বিপদে, একবার দয়া করে এস আমার হৃদে, (দয়াময় হে) হরি তব দয়া বিনে কে তোমায় পাবে।

ভক্ত আদি কিম্বা অভক্ত সকল, তোমায় যদি ভোলে তুমি কি তাঁয়• ভোলো, তব নাম হরি পথের সম্বল, (দয়াময় হে) হরি তুমি কৃপাময় বলেন সবে। ১৮১।

মুখে হরিনাম ব্রহ্মনাম বল রে আমার মন। হল দিন আখিরি অল্প দেরি, নিকটে কাল এল শমন।

হরিনাম সুধাসিন্ধু, পান কর তার এক বিন্দু নাম পরম বন্ধু; খেলে নামের সুধা, ভাংবে ক্ষুধা, পাপ তাপ হবে রে তোর সব বিমোচন।

নাম রসেতে ডুবে থাক, দীনবন্ধু বলে ডাক, চেয়ে কি দেখ; ডুব্‌লে নাম সাগরে, নামের নীরে, ও তুই পাবিরে অমূল্য রতন॥ ১৮২।

আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে আনন্দ পুরে। তথায় রাগের মানুষ চলে নির্ব্বিকারে।

তথা নাই হিংসা নিন্দে, জরা মৃত্যু প্রভাত সন্ধ্যে, রত্ন ছটায় দীপ্তমান করে; তথায় নাহি চন্দ্র দিবাকর, ব্রহ্মা বিষ্ণুর অগোচর, তথায় পবন যেতে নারে, তুই যাবি কি কোরে, সাহসে কি ঢেঁকি গিল্‌তে পারে।

আনন্দময় বাজার খানি, সদা উঠ্‌ছে প্রেমে ধ্বনি, বারুদে আগুণে এক ঘরে; তথায় কামী লোভী যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যার রাগের কারণ, লয়ে রূপের প্রদীপ হাতে, যেতে হবে পথে, অন্দতম কেবল দূর কোরে।

গোসাঞী বৈষ্ণব চাঁদের বাণী, শুদ্ধ হয় যার ভক্তি খানি, মনে কর্‌লে সে যেতে পারে; ও চাকুরে ব্যানা গাচ্ছে বসে, ডুমুর গেল কোন্ সাহসে, তোর কি যাবার এমনি ধারা, শোন্ রে চাকুরে পিঁপড়ের পাখা উঠে মর্‌বার তরে। ১৮৩।

গোঁসাঞী আমার যা করে তাইত হবে, কি, করবো ভেবে।

আকাশেতে পাখি উড়ে, উড়িতে না পারে বেগে; ও তার যত শক্তি তত উড়ে, আবার পুনঃ এসে ভবে পড়ে।

দরিদ্র যায় লঙ্কাপার, তবু না ঘোচে মনের ভার, সে যে দৌড়ে বেগে; ও সে স্বর্ণ বোলে হরিদ্রের গুঁড়ো, বাঁধে মনের অনুরাগে॥ ১৮৪।

ফকিরী নেওয়া গোসাঞী কেমনে পারি। (তাই বল গোসাঞী) আপন মনের অনুরাগে নের ফকিরী গোসাঞী।

ফকিরী নেওয়া অতিশয় কঠিন, সে দিন ধরতে গেলে হতে হয় যে দীনের অধীন; আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাচের ভিখারী। (গোসাঞী)।

গোসাঞী আমার শ্রীরূপ সনাতন, ফকিরী নিয়ে ছিল তারা ভাই দুই জন; তারা বাদসার

উজিরী ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা করেয়া ধারী।
(গোসাঞী)

গোসাঞী বৈষ্ণব বাউলে বলে, পরসুখে সুখী হলে অঙ্কুর জন্মে অন্তরে; আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাছের ভিখারী (গোসাঞী) । ১৮৫।

হরিনামামৃত রসে ডুবে থাক রে মন রসনা। ধ্রুব প্রহ্লাদ ডুবে ছিল, ডুবে তারা রত্ন পেল, হরি তাদের কোলে নিল ঘুচিল ভব যন্ত্রণা।

জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামে তরে গেল, হরি তাদের কোলে নিল, (হরি কোলে নিতে) ঘুচিল পাপ যন্ত্রণা॥ ১৮৬।

হরি বলে ডাক রসনা ক্ষতি হবে না। কুবাসনা কুমন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে ছাড় না।

দীক্ষা গুরুর পদে রাখ মন, শিক্ষা কর যথা আছে ভাগবতগণ, ওরে প্রেমসুধা পান করিলে শমন ভয় আর রবে না।

হরিভক্ত সঙ্গে কর তত্ত্ব আলাপন, ক্রমে ক্রমে হবে তোমার প্রেমের উদ্দীপন; আবার ডোর কপিনের তত্ত্ব জেনে কর সত্যের সাধনা।

হরিনাম গানে যে দিন হইবি পাগল, দেহ ছেড়ে ভজনবাদী পলাবে সকল; শান্ত দাস্য সাধন কোরে হরিপদে মজ না।

অধীন দীন দাসের ভাবনা, তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি ভজন সাধনা; আবার গোসাঞী বলে অনুরাগী বিনেত কেউ পার্‌বে না। ১৮৭।

মধুকাণের সুর।

বাঁকা মন্‌কে কর্‌তে নারলাম্ সোজা। বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা, হিসাব দিতে দেখ্‌বি এক দিন মজা।

বলে ছিল সাধু জনা, ভক্তির লেশ তোর নাই এক কণা, গুরুবাক্য ঐক্য হয় না, ভজন সাধন করলি বাঁশের গোঁজা।

দেহের রিপু ষোল জনা, মন তোর কথা শুনে না, লুঠলে রে তোর মহলখানা, হল তারা তোদের দেশের রাজা।

কুল হারায়ে খবরদারি, বাইরে কর ফক্কা জারি, বেদরে বেরাল ব্যাপারী, প্যাঁচা হয়ে বাঞ্ছা সোণার খাঁচা। ১৮৮।

গোলে মালে দিন কাটালি। ও তুই এসে ভবে, মায়ার্ণবে, চির দিনের ধন খোয়ালি।

ধনের মধ্যে ষোল আনা, হেঁগো কত হল পাওনা দেনা, ঠিক রাখনা; একবার হিসাব করে দেখ্‌রে ক্ষ্যাপা মুলে হাবাৎ হয়ে গেলি।

এলি রে ব্যাপারের আশে, ও তোর পূর্ব্ব ধন সব নিলে লুঠে, ফড়ে্য জুটে; আবার ছয় জনায় গোলযোগ করে কেউত হরির নাম নিলে না; ও তোর বেচা কেনা, উল্‌ট দেনা, দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচেনা, এবার ভবে লাভ হলনা। ১৮৯।

[illegible] (হায়) এমন [illegible] খেলা। এমন [illegible] ার অন্তপুরী [illegible] অমূল্য রতন; কখন আস্‌বে শমন, কর্‌বে বন্ধন, দেখলি না তুই কোরে হেলা।

ওরে একটী মাণিক সাগর সেঁচা ধন, সেই মাণিক তোর ঘরে হতে যায় রে অকারণ, ক্ষ্যাপা যায় রে অকারণ; তোর ঘরের শূলে, লাভে মূলে, লুঠলে রে তোর ভেঙ্গে তালা।

দেহের মালিক যখন যাবে মন, ঘেন্না করে কেউ ছোঁবে না বলি তোরে শোন, ক্ষ্যাপা বলি তোরে শোন; যখন ধরবে শমন, করবে বন্ধন ঘট্‌বে রে তোর বিষম জ্বালা।

ওরে দাসে বলে শোন্‌রে মন ভোলা, দয়াল হরির চরণ তলে বাঁধগে ভেলা, ক্ষ্যাপা বাঁধ রে

ভেলা; আবার সার করে তাঁর শ্রীচরণ, নাম কর রে জপমালা। ১৯০।

সমাপ্ত



Printed and Published by MONEY MOHUN RUKHIT, *at the* INDIAN MIRROR PRESS, 6, *College Square, Calcutta.*